# সিনেমার গল্প

'বনফুল'

মিত্র ও ঘোষ
১০, শ্যামাচরণ দে ষ্ট্রীট, কলিকাতা

# উপক্রমণিকা

অর্থাভাবে কষ্ট পাইতেছিলাম।

সহসা বিধাতা সদয় হইলেন। আমার বৈঠকখানায় একদা প্রভাতে বিখ্যাত একটি সিনেমা কোম্পানির বিখ্যাত একজন প্রযোজক আসিয়া দর্শন দিলেন। নমস্কারান্তে যে বার্ত্তাটি তিনি জ্ঞাপন করিলেন তাহা প্রকৃতই আনন্দজনক।

"আপনার 'দ্বৈরথ' বইটা আমরা নেব ভাবছি। বইটাতে অনেক 'পসিবিলিটি' আছে—"

বলা বাহুল্য পুলকিত হইয়া উঠিলাম।

"বসুন—" সিগারেট কেসটি খুলিয়া ধরিলাম।

আসন পরিগ্রহ করিয়া তিনি সিগারেটটি ধরাইয়া ফেলিলেন এবং ধূম উদ্গীরণান্তে বলিলেন—"কিন্তু বইটার কিছু অদল বদল করতে হবে—"

"ও। কি ধরণের অদল বদল।"

"আপনার দ্বৈরথ গল্পটা বিয়োগান্ত। ওটাকে মিলনান্ত করতে হবে। আমাদের ম্যানেজিং ডিরেক্টার মিলনের পক্ষপাতী। তাঁর মতে দর্শকদের আনন্দ দেওয়াটাই

আমাদের লক্ষ্য। সবাই হু হু করে' কাঁদতে কাঁদতে উঠে যাবে এটা তিনি পছন্দ করেন না"

মনে মনে একটু বিস্মিত এবং বিপন্ন হইলাম।

"তাহলে দ্বৈরথটা নিচ্ছেন কেন? মিলনান্ত আরও অনেক নাটক আছে তো—"

"না, 'দ্বৈরথ'টাই চাই। 'কুনকী'র ভাল লেগেছে—"

"কুনকী? সে আবার কে?"

"আমাদের ম্যানেজিং ডিরেকটারের পেট্ অ্যাক্‌ট্রেস। হিরোইনের পার্টটা সেই করতে চায়। তার মতো করে' লিখেও দিতে হবে পার্টটা আপনাকে—"

আমার চোখের দৃষ্টি সম্ভবত প্রশ্নাকুল হইয়া উঠিয়াছিল তাহা লক্ষ্য করিয়া তিনি বলিলেন "ও সব বহ্নিকুমারী টুমারি চলবে না। কলেজে পড়া আপটুডেট স্মার্ট মেয়ে করতে হবে। একটু কমিউনিষ্ট গোছের করলে আরও ভাল হয়। আনম্যারেড তো করতেই হবে—"

"কমিউনিষ্ট গোছের মানে?"

শঙ্কিত হইয়া প্রশ্ন করিলাম।

"মানে গৃহলক্ষ্মী প্যাটার্ণ নয়। দৌড়ধাপ পরোপকার, সভা সমিতি—এই সব আর কি। সমাজের হিতার্থে জীবন উৎসর্গ, ঝকমকে গয়না আর চকচকে শাড়ি পরে'

বস্তিতে বস্তিতে ঘুরে বেড়ানো—এই সব পাঁচ রকম লাগিয়ে দেবেন। গোড়ায় গোড়ায় তার ভাবটা হবে যেন সে আজীবন কুমারী থেকে পরার্থে জীবন উৎসর্গ করতে ঠিক করেছে—শেষ পর্য্যন্ত কিন্তু প্রেমে পড়িয়ে দিতে হবে—তা না হ'লে বুঝলেন—"

হো হো করিয়া হাসিয়া উঠিলেন তিনি।

"আপনি ঠিক পারবেন। তবে নামগুলো বদলে দিতে হবে মশাই। বড় খটমট আপনার দ্বৈরথের চরিত্রগুলোর—। একটু মোলায়েম গোছের ক'রে দেবেন। আর বেশ একটু থ্রিল থাকা চাই—বুঝলেন—"

বুঝিতেই হইল, কারণ অর্থাভাবে পড়িয়াছিলাম।

# সিনেমার গল্প

১

শ্রীমোহন ও বলবন্ত পাঞ্জা লড়িতেছেন। কাল প্রভাত, স্থান শ্রীমোহনের সুসজ্জিত বৈঠকখানা। দুইটি মূল্যবান কেদারায় উভয়ে বসিয়া আছেন। শ্রীমোহন দোহারা, শান্ত মুখশ্রী, বলবন্ত ষণ্ডাগোছের উগ্রভাবাপন্ন। শ্রীমতী সোহাগা—শ্রীমোহনের উনিশ-কুড়ি বছরের কলেজে-পড়া সুন্দরী ভগ্নী পাশের ঘর হইতে জানালার ফুটো দিয়া রুদ্ধশ্বাসে এই দ্বন্দ্ব-যুদ্ধ দেখিতেছেন। এমন সময় উভয়েরই বন্ধু সুজিত আসিয়া প্রবেশ করিলেন।

সুজিত

আরে আরে এসব কি!

কেহ কোন উত্তর দিল না।

সুজিত

ব্যাপার কি?

শ্রীমোহন ঘাড় ফিরাইয়া একবার চাহিয়া দেখিলেন

শ্রীমোহন

বলবন্তের ধারণা আমি ছবি আঁকা নিয়ে থাকি বলে আমার গায়ে নাকি জোর নেই। তাই ওকে দেখিয়ে দিচ্ছি যে আমিও নিতান্ত দুর্ব্বল নই।

বলবন্ত জোরে একটা মোচড় দিবার চেষ্টা করিলেন, শ্রীমোহন প্রতি-মোচড় দিয়া তাহা প্রতিরোধ করিলেন।

সুজিত

(হাসিয়া) ছেলেবেলা থেকে তোমাদের এ রেশারেশি আর ঘুচল না।

এ কথার কেহ উত্তর দিলেন না। বলবন্তের নাসা-রন্ধ্র স্ফীত-তর এবং নয়নযুগল অধিকতর ক্রোধ-সঙ্কুল হইয়া উঠিতে লাগিল। শ্রীমোহনের রগের শিরাগুলিতেও স্ফীতির লক্ষণ দেখা দিল। সুজিত চেয়ার টানিয়া বসিলেন। শেষ পর্য্যন্ত কি হইত বলা যায় না। কিন্তু মনুয়া নামক ভৃত্যটি তিন গ্লাস শরবৎ আনিয়া হাজির করিবামাত্র দ্বন্দ্ব থামিয়া গেল। শ্রীমোহন ও বলবন্ত হাঁপাইতে হাঁপাইতে এবং সুজিত শান্তভাবে শরবৎ পান করিতে লাগিলেন। মনুয়া স্বতঃপ্রবৃত্ত

হইয়া অথবা কাক-তালীয়ভাবে শরবৎ আনয়ন করে নাই। পাশের ঘর হইতে জানালার ছিদ্রপথে যুযুধান বীরযুগলের ক্রম-বর্দ্ধমান উষ্মা লক্ষ্য করিয়া বুদ্ধিমতী সোহাগা এই ব্যবস্থা করিয়াছিলেন। তাঁহার কুমারী-চিত্তে সহসা একটা শঙ্কিত আকুলতা জাগিয়া উঠিয়াছিল। তিনজনে নীরবেই শরবৎ পান করিতেছিলেন, এমন সময়ে সহসা সুজিত নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

সুজিত

তোমরা কি ভুলে গেছ যে, তোমরা এখন বড় হয়েছ! এখন তোমরা দুজনেই জমিদার, ছেলেমানুষ নও, ছেলেবেলার সেই রেশারেশি এখনও গেল না তোমাদের। ছি ছি ছি ছি!

বলবন্ত

(গোঁফ চুমরাইয়া) তুমি আদার ব্যাপারী তোমার জাহাজের খবরের দরকার কি! তোমার আদার খবর কি?

সুজিত

সুবিধে নয় ভাই।

বলবন্ত

(সবিস্ময়ে) আর তো কিছুই কর না তুমি, একটা মেয়েকেও বশ করতে পারছ না !

সুজিত

( স-বিষাদে কপালে হাত ঠেকাইয়া ) নসীব !

এ কথায় শ্রীমোহন বলবন্ত উভয়েই মৃদু হাস্য করিলেন। শরবৎ নিঃশেষ হইয়াছিল, সুতরাং উভয়ের দ্বন্দ্ব-স্পৃহা পুনরায় জাগরিত হইল।

শ্রীমোহন

( বলবন্তকে ) ক্যারাম্ খেলবে না কি ?

বলবন্ত

নিশ্চয় !

সুজিত

আমি বসে পাহারা দি, তা নাহলে আবার হয়তো দুজনে মারামারি সুরু করবে !

বলবন্ত

যেখানে পাহারা দিলে কাজ হবে সেইখানে পাহারা দাওগে—

সুজিত হাসিলেন, কিন্তু উঠিলেন না। ভৃত্য মনুয়া আদিষ্ট হইয়া ক্যারম্‌বোর্ড আনিয়া

দিল, খেলা সুরু হইয়া গেল। খেলা চলিতে লাগিল এবং কিছুক্ষণ পরে এই খেলাকে কেন্দ্র করিয়া আবার হয়তো উভয়ের রেশারেশি প্রকট হইয়া উঠিত, কিন্তু সে সুযোগ হইল না, একজন উর্দ্দিপরা সিপাহী প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

সিপাহী

বলবন্তবাবুর ঘোড়া এসেছে হুজুর।

শ্রীমোহন

এখানে এসেছে ?

বলবন্ত

ওহো ঠিক ঠিক আমিই আনতে বলেছিলাম। আজ আমার পলাশপুরে যাওয়ার কথা, জরুরি কতকগুলো কাজ আছে সেখানে। ফিরে এসে খেলাটা শেষ করা যাবে। আজই ফিরব, যেমন আছে তেমনি থাক, নড়িও না যেন কিছু—

শ্রীমোহন

( হাসিলেন ) কোন ভয় নাই।

বলবন্ত চলিয়া গেলে সুজিত পুনরায় নীরবতা ভঙ্গ করিলেন।

স্থজিত

তোমাদের কাণ্ড দেখে আমার ভারী অবাক লাগে! তোমাদের দুজনের ঝগড়ার অন্ত নেই, আদালতে দুজনে দুজনের নামে হরদম মোকদ্দমা করছ, অথচ রোজ দুজনে বসে' ক্যারম্ খেলা চাই, একদিন বাদ যাবার উপায় নেই।

শ্রীমোহন

( স্মিতমুখে ) মোকদ্দমাটাও আমাদের ক্যারম্ খেলারই মত, তবে সেটা বৈঠকখানায় হয় না, আদালতে হয়। যাক সে কথা, তোমার এখন হঠাৎ আগমনের কারণ ?

এই কারণটি ব্যক্ত করিবার জন্য স্থজিত মনে মনে ওৎ পাতিয়াছিলেন, সুতরাং বেশী ভূমিকা করিলেন না।

স্থজিত

তোমার বোন সোহাগার জন্য একটা সম্বন্ধ এনেছি। তোমার বোনের উপযুক্ত পাত্র, শেরগঞ্জের জমিদারের ছেলে, এম-এ পাশ, সুন্দর দেখতে। ফোটোও যোগাড় করে এনেছি।

স্থজিত পকেট হইতে একটি ফোটো বাহির

করিয়া শ্রীমোহনকে দিলেন, শ্রীমোহন তাহা অবলোকন করিয়া মৃদু হাসিলেন।

সুজিত

হাসছ যে ?

শ্রীমোহন

আমার আপত্তি হবে না, যদি ছেলেটি সত্যিই ভালো হয়, কিন্তু সোহাগার মতটাই আগে নেওয়া দরকার।

সুজিত

তার আবার মতামত আছে নাকি ?

শ্রীমোহন

খুব আছে। আমি জোর জবরদস্তিও করতে পারি না, কারণ বাবার মৃত্যুকালে আমরা প্রতিজ্ঞা করেছিলাম—

শ্রীমোহন ছবির মতো করিয়া পিতার মৃত্যুকালীন ঘটনাগুলি বর্ণনা করিলেন। মৃত্যুর কিয়ৎকাল পূর্ব্বে তিনি শ্রীমোহনকে দিয়া শপথ করাইয়া লইয়াছিলেন যে, সোহাগার মতের বিরুদ্ধে কোথাও যেন তাহার বিবাহ না দেওয়া হয়, সোহাগাকেও শপথ করিতে হইয়াছিল যে, সে-ও যেন

শ্রীমোহনের মতের বিরুদ্ধাচরণ করিয়া কোথাও বিবাহ না করে। অর্থাৎ পাত্রটি যেন উভয়েরই মনোমত হয়। বর্ণনা শেষ করিয়া শ্রীমোহন বলিলেন,

"এখন মুশকিল হয়েছে এই যে, আমি যত পাত্র এনে জোটাচ্ছি সোহাগার কাউকে পছন্দ হচ্ছে না। ওর বোধহয় বিয়ে করবার ইচ্ছে নেই, নারী-রক্ষা সমিতি নিয়েই ও থাকবে"—

সুজিত

তাই নাকি ?

শ্রীমোহন

কুড়িটা সম্বন্ধ ভেঙে গেছে।

সুজিত

তাহলে তো ভারী মুশকিলে পড়লাম আমি—

শ্রীমোহন

তোমার আবার মুশকিলটা কি !

সুজিত

আরে ভাই সোহাগার বিয়ে না হলে দুলালী বিয়ে করবে না বলছে।

শ্রীমোহন

( হাসিয়া ) ও, তাই তুমি সোহাগার বিয়ের জন্য এত ব্যস্ত হয়ে পড়েছ! দুলালীর এ রকম করার মানে কি ?

সুজিত

তুমিই বল তো ভাই, এর কোন মানে হয়! সখীর কাছে নাকি শপথ করেছে যে, তার বিয়ে না হলে সে, কিছুতে বিয়ে করবে না। সোহাগাই বা এমনটা করছে কেন ?

শ্রীমোহন

কি জানি।

সুজিত একটু বিমর্ষ হইয়া বসিয়া রহিল।
সহসা তাহার মনে একটা প্রশ্ন জাগিল।

সুজিত

আচ্ছা, বলবন্তের সঙ্গে ওর সম্বন্ধ করেছ কখনও ?

শ্রীমোহন

( সবিস্ময়ে ) হঠাৎ এ প্রশ্ন তোমার মনে জাগবার মানে ?

তোমার বোনটি যেরকম পুরুষ প্রকৃতির, তাতে বলবন্তের সঙ্গে ওকে মানাতো ভালো—

শ্রীমোহন

সে অসম্ভব। বলবন্ত নিজে মুখ ফুটে যদি এ প্রস্তাব করে তাহলে আমি রাজি হতে পারি। কিন্তু আমি নিজে যেচে বলবন্তকে এ কথা বলতে পারব না। বাল্যকাল থেকে বলবন্তের সঙ্গে সে সম্পর্ক নয়। আমি কখনও কোন বিষয়ে তার কাছে মাথা নোয়াই নি, নোয়াতে পারব না।

সুজিত

এতে নোয়ানোয়ির কি আছে !

শ্রীমোহন

না, সে হয় না।

সুজিত

( মাথা চুলকাইয়া ) এ তো ভারী মুশকিল দেখছি তাহলে।

শ্রীমোহন

দুলালীকে তো তোমার বাবাই মানুষ করেছিলেন, না ? ওর বাপ মা তো ওর ছেলেবেলাতেই মারা গিয়েছিল, শুনেছি।

সুজিত

হ্যাঁ। দুলালীর বাবা আমার বাবার বন্ধু ছিলেন। সেইজন্যে দুলালী যখন অনাথ হয়ে পড়ল তখন বাবাই ওর সব ভার নিলেন। ওর নিজের বলতে কেউ নেই, এক বুড়ি দিদিমা ছিল সে-ও মরে গেছে। আমি এক গানের মাষ্টারণী রেখে দিয়েছি ওর অভিভাবকস্বরূপ। গানও শেখায় পাহারাও দেয়—

শ্রীমোহন

(হাসিয়া) এত করছ তবু তোমার একটা কথা রাখছে না!

সুজিত

বোঝ! ওই নারী-রক্ষা সমিতিই আমার দফা সেরেছে!

সুজিতের মানসপটে নারী-রক্ষা সমিতির কার্য্যাবলী-চিত্র পর পর ফুটিয়া উঠিল। একটি কুটিরের অভ্যন্তরে জনৈকা রুগ্না বৃদ্ধা মলিন শয্যায় শুইয়া কাতরাইতেছে, সোহাগা, দুলালী ও আরও দুই একজন নারী ভলান্টিয়ার তাহার সেবা করিতেছে। মাতাল স্বামী স্ত্রীকে প্রহার করিতেছে,

দলবলসহ সোহাগা ও দুলালী আসিয়া হাজির হইল এবং মাতালটাকে শাসন করিয়া দিল। বালিকা বিদ্যালয়ে সোহাগা ও দুলালী ছোট ছোট মেয়েদের পড়াইতেছে, জিম্‌ন্যাসিয়ামে ব্যায়াম করাইতেছে ইত্যাদি। সুজিতের দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

সুজিত

হুজুক নিয়ে থাকলে কি আর বিয়ে করবার দিকে মন থাকে কারও। তাছাড়া আমার আশ্রিতা, জোর করতে পারি না বেশী, ভাববে—

শ্রীমোহন

( হাসিয়া ) ভারী মুশকিলে পড়েছ, বল।

সুজিত

আরে ভাই তুমি জীবনে প্রেমের স্বাদ পেলে না কোনদিন, ছবি আঁকা আর ক্যারম্ খেলা নিয়েই কাটালে, পেলে বুঝতে কি যন্ত্রণা ভোগ করছি। ফোটোখানা দিয়ে গেলাম একটু চেষ্টা করো। ( মিনতি সহকারে ) একটু চেষ্টা কোরো ভাই—

শ্রীমোহন

আচ্ছা।

সুজিত

আমি তাহলে চলি এবার।

শ্রীমোহন

এস।

সুজিত চলিয়া গেলেন। শ্রীমোহন বসিয়া ভাবিতে লাগিলেন, যে অৰ্দ্ধনগ্ন নারীমুর্ত্তিটি তিনি সম্প্রতি আঁকিয়াছেন সেটির কি নাম দিবেন, "মথুরার পথে শ্রীমতী" না, "পাইথাগোরাসের স্বপ্ন"—এমন সময় উর্দ্দিপরা সিপাহী পুনরায় প্রবেশ করিয়া সেলাম করিল।

সিপাহী

ম্যানেজার সাহেব গোপীনাথকে নিয়ে এসেছেন হুজুর।

শ্রীমোহন

ভেতরে আসতে বল।

ম্যানেজার নাটুবাবু ও গরীব প্রজা গোপীনাথ প্রবেশ করিল। নাটুবাবু বেঁটেখাটো চতুর লোক। গোপীনাথ ভাল মানুষ গোছের। উভয়েই ঝুঁকিয়া শ্রীমোহনকে অভিনন্দন করিল।

নাটুবাবু

হুজুরের হুকুম অনুযায়ী গোপীনাথকে ডাকিয়ে এনেছি।

শ্রীমোহন দেখিলেন বিনীত গোপীনাথ করজোড়ে দাঁড়াইয়া তাঁহার মুখপানে সকরুণ দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতেছে।

শ্রীমোহন

আচ্ছা, গোপীনাথ তোমার মেয়ের সঙ্গে গণেশলালের ছেলের বিয়ে কি ঠিক হয়ে গেছে ?

গোপীনাথ

এখনও ঠিক হয়ে যায় নি, তবে বলবন্তবাবু বলেছেন যে, তিনি গণেশলালকে হুকুম দিয়েছেন সব ঠিক হয়ে যাবে।

শ্রীমোহনের মুখে মৃদু হাস্য ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমোহন

তা কি করে হতে পারে। গণেশলালের ছেলের সঙ্গে আমি যে আমার একটি প্রজার মেয়ের বিয়ে সব ঠিক করে ফেলেছি। গণেশলাল কথা দিয়ে গেছে আমাকে—

গোপীনাথ

আমি গরীব মানুষ হুজুর, আমি কিছুই জানি না, আপনারা যা ঠিক করবেন তাই হবে।

শ্রীমোহন

তোমার কি এতে আপত্তি আছে ?

গোপীনাথ

আপনাদের কথার বিরুদ্ধে আমি আপত্তি করব কোন সাহসে হুজুর। আমি বলবন্তবাবুকে কিছু বলি নি, তিনি একদিন আমার বাড়ির পাশ দিয়ে যাচ্ছিলেন, আমার মেয়ে সুনরি তখন রাস্তায় খেলা করছিল, তার ফুটফুটে চেহারা দেখে তিনি ঘোড়া থেকে নাবেন—

গোপীনাথ বর্ণনা করিল কি ভাবে বলবন্ত বাবু ঘোড়া হইতে নামিয়া সুনরিকে আদর করিয়াছিলেন এবং সে ঘোড়া দেখিয়া ভয় পায় নাই বলিয়া পুলকিত হইয়াছিলেন। তারপর যখন তিনি শুনিলেন যে, সুনরির বিবাহ হয় নাই এবং গোপীনাথ অর্থাভাব-প্রযুক্ত মেয়ের বিবাহ দিতে পারিতেছে না তখন তিনি বলিলেন যে, তিনি গণেশলালের

ছেলের সহিত তাহার বিবাহ ঠিক করিয়া দিবেন।

সব শুনিয়া শ্রীমোহন পুনরায় মৃদু হাস্য করিলেন।

শ্রীমোহন

কিন্তু কালই যে গণেশলাল আমার কাছে এসে কথা দিয়ে গেছে যে, সে আমার প্রজা বসন্তকুমারের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের বিয়ে দেবে।

গোপীনাথ

কি জানি হুজুর।

শ্রীমোহন

তোমার মেয়ের বিয়ের ভার আমি যদি নিই তাহলে তোমার কোন আপত্তি আছে ?

গোপীনাথ

কিছুমাত্র না হুজুর! আপনাদের জমিদারি পাশাপাশি, এ অঞ্চলের সবাই আমরা আপনাদের দুজনের আশ্রয়ে আছি। আপনারা যা করবেন তাই আমরা মাথা পেতে নেব।

শ্রীমোহন

গণেশের ছেলেকে ছেড়ে দিতে তোমার আপত্তি নেই তাহলে ?

গোপীনাথ

আজ্ঞে না—

শ্রীমোহন

বেশ, তোমার মেয়ের ভাল পাত্রে আমি বিয়ে দিয়ে দেব। নাটু ভাল পাত্র একটা খোঁজ কর তো—

নাটু

যে আজ্ঞে—

আভূমি অভিবাদন করিয়া নাটু ও গোপীনাথ চলিয়া গেল। শ্রীমোহন ছবির কথা ভাবিতে লাগিলেন।

## দুই

অন্তঃপুর। নায়িকা শ্রীমতী সোহাগার কক্ষ। সোহাগা আঁটশাঁট করিয়া কাপড় পরিয়া আছে, অনেকটা কিরাত-বেশ, গুনগুন করিয়া গান গাহিতে গাহিতে একটি ধনুকে ছিলা পরাইতেছে। সোহাগার বুড়ি ধাই রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সোহাগার বেশ-বাশ ধনুক দেখিয়া দ্বারপ্রান্তেই গালে হাত দিয়া দাঁড়াইয়া পড়িল। তাহার পর চোখো-চোখি হইতে কথা কহিল।

রুকমি

( সবিস্ময়ে ) আচ্ছা!

সোহাগা

অবাক পরে হ'স, আগে এক গ্লাস জল দে দিকি।

রুকমি

এ রকম বেশে তীর ধনুক নিয়ে যাচ্ছিস কোথা?

সোহাগা কোন উত্তর না দিয়া ধনুতে শর-যোজনা করিয়া জানালা দিয়া লক্ষ্য করিতে লাগিল। রুকমি জল গড়াইয়া দিল।

রুকমি

নে জল নে।

সোহাগা তীর ধনুক রাখিয়া জলপান করিল এবং জলপানান্তে স্ফূর্ত্তিসহকারে তীরধনুক লইয়া বাহির হইয়া যাইতে উদ্যত হইল।

রুকমি

এই শোন শোন, কি শিকার করতে যাচ্ছিস ?

সোহাগা ফিরিয়া দাঁড়াইলেন।

রুকমি

কোথা যাচ্ছিস ?

সোহাগা

টারগেটিং।

রুকমি

সে আবার কি !

সোহাগা

( হাসিয়া ) চাঁদমারি। নারীরক্ষা-সমিতির মেয়েদের আজ লক্ষ্য-ভেদ করতে শেখান হবে। এই রকম করে'—

এই বলিয়া সোহাগা লীলাভরে ধনুতে শর-যোজনা করিয়া রুকমিনিয়ার ললাটদেশে লক্ষ্য করিল। রুকমিনিয়া সভয়ে পিছাইয়া যাইতেই সোহাগা কলকণ্ঠে হাস্য করিয়া উঠিল এবং অধিকতর স্ফূর্ত্তিসহকারে বাহির

হইয়া গেল। রুকমিনিয়া তাহার গমনপথের দিকে চাহিয়া হতাশভাবে মাথা নাড়িল। তাহার মনে হইল সময়ে বিবাহ না হইলে মেয়েদের কি দশাই হয়, তাহার আরও মনে হইল সোহাগার অন্তরে যে স্বপ্নটি জাগি-জাগি করিতেছে তাহা সফল হইবে কি? সোহাগার অন্তরে একটি স্বপ্ন যে জাগি-জাগি করিতেছিল তাহা রুকমিনিয়ার অজ্ঞাত ছিল না। রুকমিনিয়া সোহাগাকে মানুষ করিয়াছে যে!

# তিন

পলাশপুরের কাছারি। কাছারি বাড়ির বাহিরে বিরাট জনতা এবং ভিতরে বিশাল দরবার। এই দরবারে নায়কোচিত মহিমার সহিত বলবন্ত রাজকার্য্য পরিচালনা করিতেছেন। একটু দূরে একটি টেবিলের সামনে ম্যানেজার শ্যামানন্দ বসিয়া রহিয়াছেন। দরবার-শোভন আরও লোকজন রহিয়াছে। বলবন্তের মোসায়েব মুকুন্দলালও একধারে বসিয়া আছেন এবং বলবন্তের প্রতি কথার সহিত সামঞ্জস্য রক্ষাকরতঃ মুখভঙ্গী করিতেছেন।

প্রজাদের বিচার হইতেছে। দুষ্টের দমন এবং শিষ্টের পালনই বলবন্তের নীতি। রাঘব নামক একজন অশিষ্ট প্রজাকে তিনি জমিদারি হইতে দূর করিয়া দিলেন, অনেক গরীব প্রজার খাজনা মাপ করিলেন। ইহা ছাড়া তিনি দাতব্য চিকিৎসালয়ে সাহায্য দিতে প্রতিশ্রুত হইলেন, গ্রামের পুষ্করিণী সংস্কারের আদেশ দিলেন, কয়েকজন ব্রাহ্মণকে অর্থসাহায্য করিলেন। এসব ব্যাপার চুকিয়া গেলে ম্যানেজার শ্যামানন্দ বলিলেন,

"গণেশলালকে ডাকিয়ে এনেছি। সে বসন্তকুমারের মেয়ের সঙ্গে নিজের ছেলের সম্বন্ধ ঠিক করেছে এ খবর কি সত্যি—"

এই সংবাদ শুনিবামাত্র বলবন্ত নিরতিশয় উত্তেজিত হইয়া উঠিলেন। তাহার সঙ্গে সঙ্গে মনে পড়িল যে, সকালে তিনি

শ্রীমোহনকে পাল্লায় হারাইতে পারেন নাই। উত্তেজনা বর্দ্ধিত হইল।

বলবন্ত

( বজ্র নির্ঘোষে ) ডাক গণেশলালকে—

সঙ্গে সঙ্গে একজন বরকন্দাজ বাহির হইয়া গেল এবং কম্পিতকলেবর গণেশলালকে ধরিয়া আনিল। গণেশকে দেখিয়া বলবন্তের ক্রোধ আরও উদ্দীপ্ত হইয়া উঠিল, তিনি আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, উঠিয়া গিয়া তাহাকে পদাঘাত করিলেন। গণেশলাল কোনক্রমে টাল সামলাইয়া দাঁড়াইল, বলবন্ত রোষে ফুলিতে ফুলিতে গিয়া আসন-পরিগ্রহ করিলেন।

বলবন্ত

( তর্জ্জনী আস্ফালন করিয়া ) গোপীনাথের মেয়ের সঙ্গে তোমার ছেলের বিয়ে আমি যখন ঠিক করে দিয়েছি তখন কার হুকুমে তুমি সে সম্বন্ধ ভেঙে দিয়েছ তার জবাব দাও।

গণেশ

( মাথা চুলকাইয়া ) হুজুর শ্রীমোহনবাবু একদিন আমাকে ডেকে বললেন—

বলবন্ত

তুমি আমার জমিদারিতে বাস করে' আমার হুকুম অগ্রাহ্য করে' শ্রীমোহনবাবুর কথা শুনবে? তোমার স্পর্দ্ধা তো কম নয় দেখছি!

গণেশলাল নীরবে মাথা চুলকাইতে লাগিল।

বলবন্ত

(আদেশের ভঙ্গীতে) শ্রীমোহনবাবু ট্রিমোহনবাবু ভুলে যাও। যা বলেছি তা বর্ণে বর্ণে প্রতিপালন কর গিয়ে। তা নাহলে মহা বিপদে পড়বে।

গণেশলাল প্রতিবাদ করিতে সাহস করিল না। একটি পদাঘাতের গুরুত্বেই সে যেন ভাঙ্গিয়া পড়িয়াছিল। বলবন্তের ক্রোধ অধিককাল স্থায়ী হইল না, গড়িয়ার মেলায় যে ঘোড়াটি তিনি পছন্দ করিয়া আসিয়াছিলেন তাহা ক্রীত এবং সজ্জিত হইয়া কাছারি বাড়ির সম্মুখে আনীত হইয়াছে শুনিয়া হর্ষোৎফুল্ল-লোচনে তিনি উঠিয়া বাহির হইয়া গেলেন।

ক্ষণপরেই দেখা গেল অশ্বারোহী বলবন্ত ধূলা উড়াইয়া তীরবেগে ছুটিয়া চলিয়াছেন।

# চার

গ্রামের বাহিরে একটি প্রান্তর। দূরে গোলাকৃতি টিনে রং-মাখানো একটি টার্গেট দেখা যাইতেছে। সোহাগা, দুলালী এবং দশ বারোজন গ্রাম্য কিশোরী মাঠের মধ্যে অকৃত্রিম আনন্দভরে নৃত্য-গীত-চর্চ্চা করিতেছে। সাধারণ গ্রাম্য নৃত্য-গীত হইলেও বেশ উন্মাদনা-জনক। নিকটেই একটি বৃক্ষশাখায় কতকগুলি ধনুক ঝুলিতেছে, নীচে কয়েকটি শরপূর্ণ তূণও দেখা যাইতেছে। নৃত্য-গীত শেষ হইলে সোহাগা একটি মেয়ের দিকে চাহিয়া লীলা-ভরে হাস্য করিয়া তাহাকে নিকটে ডাকিল।

সোহাগা

মাধুরী, তুমি একবারও ঠিক লক্ষ্য-ভেদ করতে পার নি, নাচগান তো হল, এইবার এসো আরও খানিকক্ষণ প্রাকটিস করা যাক।

মাধুরী আগাইয়া গেল, ধনুকে শরযোজনা করিয়া ছুঁড়িল, কিন্তু লক্ষ্যভেদ করিতে পারিল না। এইরূপে একে একে সকলে আসিল, কেহ পারিল, কেহ পারিল না। দুলালী পারিল না।

সোহাগা

এই দেখ, এমনি করে' ছুঁড়তে হয়।

দেখাইয়া দিল, তীর গিয়া লক্ষ্য ভেদ করিল।

দুলালী

( হাসিয়া ) দেখি এবার আমি পারি কি না।

সোহাগা

( স-শ্লেষে ) তুই যে লক্ষ্য ভেদ করেছিস অন্যদিকে তোর আর মন নেই তাই পারছিস না !

সকলে একযোগে হাসিয়া উঠিল।

দুলালী

( একটু অপ্রস্তুতভাবে ) লক্ষ্যই ভেদ করি আর যা-ই করি তোমার বিয়ে না হ'লে আমি বিয়ে করছি না !

সোহাগা

( মুচকি হাসিয়া ) দেখা যাবে।

দুলালী অনেকক্ষণ তাক করিয়া তীর ছুঁড়িল, লাগিল না।

সোহাগা

তোর দ্বারা হবে না, অমন করে ধরছিস কেন, এই দেখ এমনি করে। এ আর এমন শক্ত কি, অভ্যেস করলে চোখ বুজেও মারা যায়।

মাধুরী

সোহাগা দি, তুমি চোখ বুজে মারতে পার ?

সোহাগা

চেষ্টা করলে পারি বোধ হয়। (হাসিয়া) আচ্ছা আমার চোখটা বেঁধে দে তো, দেখি একবার চেষ্টা করে।

মাধুরী একটি রুমাল দিয়া সোহাগার চোখ বাঁধিয়া দিল। সোহাগা সেই অবস্থায় তীর ছুঁড়িল।

## পাঁচ

ধাবমান অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত আসিতেছিলেন, সোহাগা-নিক্ষিপ্ত তীর গিয়া তাঁহার পায়ে বিঁধিল। কাতরোক্তি করিয়া তিনি ঘোড়া থামাইলেন এবং পা হইতে তীরটা টানিয়া তুলিলেন, সঙ্গে সঙ্গে স্থানটা রক্তে ভিজিয়া উঠিল। বলবন্ত এদিক্ ওদিক চাহিয়া প্রান্তরের অপর-প্রান্তে সোহাগার দলকে দেখিতে পাইলেন এবং সেইদিকে অশ্ব-চালনা করিলেন।

সোহাগার তীর লক্ষ্য-ভেদ করিতে পারে নাই, তীরটা কোথায় গেল তাহাই সকলে অনুসন্ধান করিতেছিল এমন সময়ে তীর-হস্তে অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত প্রবেশ করিলেন।

বলবন্ত

**( তীরটি তুলিয়া ) এ তীর কি আপনারা কেউ ছুঁড়েছিলেন ?**

সোহাগা

**( সলজ্জ ) হ্যাঁ আমিই ছুঁড়েছিলাম। আপনি কি করে পেলেন এ তীর ?**

**(স-হাস্যে) আমার পায়ে গিয়ে বিঁধেছিল। এই যে—**

রক্তাক্ত স্থানটা দেখাইয়া দিলেন।

সোহাগা

( সভয়ে ) ওমা, তাই না কি।

সোহাগার মুখ-পটে ক্ষোভ-শঙ্কা-অনুতাপ-মিশ্রিত এমন একটি সকরুণ আকৃতি ফুটিয়া উঠিল যাহা প্রকৃতই অনির্ব্বচনীয়। অপরাধীর মতো আনতচক্ষে ক্ষণকাল দাঁড়াইয়া থাকিয়া সে পুনরায় বলবন্তের মুখ-পানে চাহিল, দেখিল বলবন্ত তাহারই দিকে স্মিতমুখে চাহিয়া আছেন।

সোহাগা

( অনুতপ্ত কণ্ঠে ) আমায় ক্ষমা করুন।

বলবন্ত

তা না হয় করলুম। কিন্তু আপনারা এখানে এরকম তীর ছোঁড়াছুঁড়ি করছেন কেন জানতে পারি কি ?

সোহাগা

নারী-রক্ষা-সমিতি থেকে আমি গ্রামের মেয়েদের ধনুর্ব্বিদ্যা শেখাচ্ছিলুম।

বলবন্ত

উদ্দেশ্যটা কি ?

সোহাগা ক্ষণকাল বলবন্তের মুখের পানে দৃষ্টি নিবদ্ধ করিয়া স্থির অবিচলিতকণ্ঠে উত্তর দিল।

সোহাগা

আমাদের দেশের মেয়েরা কত অসহায় তা' কি জানেন না আপনি ? তারা এত অসহায় যে, তাদের আত্মরক্ষা করবার পর্য্যন্ত সামর্থ্য নেই। সেইজন্য আমাদের সমিতি থেকে ঠিক করেছি যে, আমরা এ অঞ্চলের সব মেয়েদের ধনুর্ব্বিদ্যা, লাঠিখেলা এমন কি অসিচালনা পর্য্যন্ত শেখাব।

বলবন্ত মুগ্ধ হইলেন। আরও কিছুক্ষণ সোহাগার মুখের দিকে নির্নিমেষে চাহিয়া রহিলেন।

বলবন্ত

আপনি কি এই গ্রামেরই মেয়ে ? আপনাকে ঠিক যেন—

সোহাগা

আমার দাদার নাম শ্রীমোহনবাবু।

বলবন্ত

( সোচ্ছ্বাসে ) ওহো, তুমিই সোহাগা ! সেই ছেলেবেলায় তোমাকে দেখেছিলাম, তারপর তো তুমি পড়াশোনার জন্য বরাবর বিদেশে বিদেশেই কাটিয়েছ, তোমাকে চিনতেই পারি নি, কি মুশকিল ! ঠিক ঠিক আমি শুনেছিলাম বটে যে, তুমি এসে গ্রামে একটা নারী-সমিতি স্থাপন করেছ। বড় সুখী হলাম।

সোহাগা সলজ্জ অথচ সপ্রতিভভাবে দাঁড়াইয়া রহিল।

সোহাগা

ছি, ছি বড় লজ্জিত আমি। আসুন আপনার পায়ের ওখানটা বেঁধে দি—মাধুরী ছুটে গিয়ে আমাদের ফার্স্ট এড সেটটা নিয়ে আয় তো।

বলবন্ত

থাক তার দরকার নেই, একটু আধটু আঁচড়ে বলবন্তের কিছু হয় না। তোমার নারী-সমিতি দেখে খুব খুশি হলাম। কিন্তু রাস্তার ধারে এরকমভাবে চাঁদমারি-চর্চ্চা

করলে নিরীহ পথিকদের একটু মুশকিল। আচ্ছা আমিই নিজের খরচে এখানটা ঘেরিয়ে দেব—

অশ্বপৃষ্ঠে নিষ্ক্রান্ত হইয়া গেলেন। সোহাগা সেই দিকে চাহিয়া দাঁড়াইয়া রহিল। তাহার একটি দীর্ঘনিশ্বাস পড়িল।

দুলালী

(হাসিয়া) সোহাগা, খুব জবর লক্ষ্য-ভেদ করেছ কিন্তু এবার।

সোহাগা ছদ্ম-কোপ-কটাক্ষে তাহার পানে চাহিল।

# ছয়

দুলালীর বাড়ীতে একটি কক্ষ। দুলালী অর্গ্যান বাজাইয়া সুললিত কণ্ঠে একটি প্রেম-সঙ্গীত গাহিতেছে। প্রৌঢ়া শিক্ষয়িত্রী নিকটে বসিয়া শুনিতেছেন। বাহিরে রাস্তায় দাঁড়াইয়া সুজিতও তন্ময়-চিত্তে শুনিতেছে। গান শেষ হইয়া গেলে সুজিত আসিয়া প্রবেশ করিল। শিক্ষয়িত্রী উঠিয়া দাঁড়াইলেন।

শিক্ষয়িত্রী

নমস্কার সুজিতবাবু, আসুন, কাল আপনি আসেন নি যে বড়।

সুজিত

কাল আমি অমরপুরে গিয়েছিলাম, শ্রীমোহনের বোন সোহাগার জন্যে একটি পাত্র সন্ধান করতে।

শিক্ষয়িত্রী

ও, শ্রীমোহনবাবু বলেছিলেন বুঝি—

সুজিত

না বললেও, বন্ধুলোক তার বোনের জন্যে—

শিক্ষয়িত্রী

ঠিক তো, ঠিক তো।

দুলালী ও সুজিতের মধ্যে একটা দৃষ্টি-বিনিময় হইয়া গেল, শিক্ষয়িত্রী দেখিতে পাইলেন না।

শিক্ষয়িত্রী

আপনি তাহলে দুলালীর গান শুনুন। ওকে কাল বেহাগের খুব ভাল একটা গান শিখিয়েছি, শুনুন সেটা। আমার কয়েকটা চিঠি লেখবার আছে লিখে ফেলি গিয়ে—

শিক্ষয়িত্রী চলিয়া গেলেন। দুলালী বেহাগ-সুরে গান আরম্ভ করিতে যাইতেছিল, সুজিত বাধা দিল।

দুলালী

কি করব তবে।

সুজিত একদৃষ্টে তাহার মুখের পানে চাহিয়া রহিল।

সুজিত

একটা খবর তুমি জানো না বোধ হয়।

দুলালী

কি ?

সুজিত

ষাট সেকেণ্ডে এক মিনিট, ষাট মিনিটে এক ঘণ্টা, চব্বিশ ঘণ্টায় এক দিন, ত্রিশ দিনে এক মাস, বারো মাসে এক বছর, বারো বছরে এক যুগ হয়—জানো ?

দুলালী

জানি তো।

সুজিত

তাহলে এ রকম করবার মানেটা কি ! সময় হু হু শব্দে চলে যাচ্ছে, অথচ—

দুলালী

( ভ্রূভঙ্গী করিয়া ) আবার ওই কথা !

সুজিত

সোহাগার বিয়ে হল না হল তাতে তোমারই বা কি আমারই বা কি !

দুলালী

( অভিমান ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে ) বা রে আমার কথার দাম নেই বুঝি। সোহাগাকে আমি কথা দিয়েছি যে—( ঠোঁট ফুলাইল )

সুজিত অধীরভাবে উঠিয়া পরিক্রম করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা থামিয়া বলিলেন, "সোহাগা যদি বিয়ে না করে—"

দুলালী

করবে না কেন, নিশ্চয়ই করবে। (সহসা) কাল একটা ভারী মজা হয়েছে, জানো?

সুজিত

কি—

দুলালী সালঙ্কারে চাঁদমারি-ঘটনা বর্ণনা করিল।

দুলালী

আমার মনে হয় সোহাগা আর বলবন্তবাবুর যদি আরও দু'একবার দেখা হয়, ঠিক তাহলে—(হাসিল)

সুজিত

(সোৎসাহে) সত্যি, বলছ?

দুলালী

সত্যি।

সুজিত

দেখা হওয়া আর বিচিত্র কি! (ক্ষণকাল চিন্তা করিয়া) এ আর বেশী কথা কি, বলবন্তবাবুর জলকর গহিরাতে চল না, একদিন একটা বনভোজনের আয়োজন করা যাক। বলবন্তকে আমি নেমন্তন্ন করে' আসি, তুমি সোহাগাকে কর, তোমার নারী-সমিতির মেয়েদেরও

নাও। গহিরা জঙ্গলে একটা নদীও আছে, বেশ সুন্দর হবে।

সুজিত উৎসাহভরে উঠিয়া পড়িলেন।

দুলালী

উঠছ যে?

সুজিত

যাই সব ব্যবস্থা করি গিয়ে তাহলে।

দুলালী

(অভিমান ভরে) বারে, আমার গানটা শুনবে না বুঝি—

সুজিত

ও হ্যাঁ হ্যাঁ।

গাও—(বসিলেন)

দুলালী প্রেম-সঙ্গীত ধরিল।

# সাত

গভীর নিস্তব্ধ রাত্রি। বলবন্ত ও শ্রীমোহন তন্ময় হইয়া ক্যারম খেলিতেছেন, উভয়েরই মুখভাবে জেদ-জনিত উষ্মা ফুটিয়া উঠিয়াছে। ঈষৎ ভ্রূকুঞ্চিত করিয়া বলবন্ত ষ্ট্রাইক করিয়া চলিয়াছেন, গুম্ফপ্রান্ত দংশন করিতে করিতে শ্রীমোহন তাহা লক্ষ্য করিতেছেন। শ্রীমোহনের আর মাত্র দুটি গুটি অবশিষ্ট আছে, কিন্তু বলবন্তের লক্ষ্য যেরূপ অব্যর্থ তাহাতে শ্রীমোহনের শঙ্কা হইতেছে যে, উক্ত গুটি দুইটি গহ্বরস্থ করিবার সুযোগ আর বুঝি মিলিবে না। জানালার ফুটো দিয়া পাশের ঘর হইতে সোহাগা নিরুদ্ধ নিশ্বাসে ইহাদের খেলা দেখিতেছে।

খট্ খট্ খটাস—

শেষ গুটিটি গহ্বরে ফেলিয়া বিজয়ী বলবন্ত দৃপ্ত দৃষ্টিতে ক্ষণকাল শ্রীমোহনের মুখপানে চাহিয়া রহিলেন। তাহার পর বলিলেন,

বলবন্ত

"এইবার ওঠা যাক, রাত হয়েছে ;"

শ্রীমোহন

"আচ্ছা,"

সহসা শ্রীমোহনের নজরে পড়িল বলবন্তের পায়ে ব্যাণ্ডেজ বাঁধা।

শ্রীমোহন

পায়ে কি হয়েছে ?

বলবন্ত

ও, কিছু নয়, সামান্য—

বলবন্তের মানসপটে ধনুর্ব্বাণধারিণী সোহাগার মূর্ত্তি ফুটিয়া উঠিল, ক্ষণিকের জন্য তিনি অন্যমনস্ক হইয়া পড়িলেন।

বলবন্ত

চলি এবার।

শ্রীমোহন

আচ্ছা, কাল আসবে তো ?

বলবন্ত

নিশ্চয়।

বলবন্ত চলিয়া গেলেন, ক্যারমবোর্ডের দিকে চাহিয়া স্তম্ভিত শ্রীমোহন বসিয়া রহিলেন। রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

রুকমিনিয়া

শ্রীমোহন তোমাকে একটা কথা বলতে এসেছি—

শ্রীমোহন সম্বিৎ ফিরিয়া পাইলেন।

শ্রীমোহন

কি ?

রুকমিনিয়া

সোহাগার বিয়ে দাও।

শ্রীমোহন

পাত্র কই?

রুকমিনিয়া

বলবন্তের সঙ্গে সম্বন্ধ কর।

শ্রীমোহন

অসম্ভব।

ক্যারম বোর্ডের দিকে চাহিলেন।

রুকমিনিয়া

অসম্ভব কেন?

শ্রীমোহন

(দৃঢ়কণ্ঠে) অসম্ভব। আমি নিজে মুখে এ কথা বলবন্তকে বলতে পারব না।

উভয়ে উভয়ের দিকে প্রস্তরমূর্ত্তিবৎ চাহিয়া রহিলেন। পাশের ঘরে সোহাগার প্রফুল্ল-কমলবৎ আনন সহসা পাংশুবর্ণ ধারণ করিল।

# আট

বলবন্তের ব্যায়াম কক্ষ। ব্যায়ামের নানাবিধ সরঞ্জাম দেখা যাইতেছে। একটি বৃহৎ দর্পণের সম্মুখে দাঁড়াইয়া সমৃদ্ধ-পেশী বলবন্ত 'ডেভালাপার' ভাঁজিতেছেন। এই পরিশ্রমজনক কার্য্য করিতে করিতেও কিন্তু তাঁহার হৃদয়-আকাশে মধ্যে মধ্যে সোহাগা-মুখচন্দ্র উদিত হইতেছে।

ম্যানেজার শ্যামানন্দ গলা-খাঁকারি দিয়া প্রবেশ করিলেন।

শ্যামানন্দ

একটা বিশেষ জরুরি সংবাদ আছে তাই হুজুরকে এ সময়ে বিরক্ত করতে বাধ্য হলাম।

বলবন্ত

কি ?

শ্যামানন্দ

আমাদের প্রজা গণেশলাল সপরিবারে শ্রীমোহনবাবুর জমিদারিতে উঠে গেছে, সে এখন চকদীঘিতে তাঁরই হেফাজতে বাস করছে।

বলবন্ত

তাই না কি !

শ্যামানন্দ

'আজ্ঞে হ্যাঁ, তা ছাড়া আমাদের গোপীনাথকেও শ্রীমোহনবাবু বিগড়ে দিয়েছেন।

বলবন্ত

কি রকম ?

শ্যামানন্দ

সে-ও আর গণেশলালের ছেলের সঙ্গে নিজের মেয়ের বিয়ে দিতে চায় না।

বলবন্ত

কেন ?

শ্যামানন্দ

শ্রীমোহনবাবু না কি বলেছেন যে তাঁর মেয়ের অন্য জায়গায় ভাল বিয়ে দেবেন।

বলবন্ত যেন দপ করিয়া জ্বলিয়া উঠিলেন।

বলবন্ত

তা কিছুতেই হতে পারে না (প্রায় ক্ষিপ্তকণ্ঠে) বুঝেছ, তা কিছুতেই হতে পারে না। শোন এক কাজ কর—

ভ্রূকুটি-কুটিল মুখে অধীরভাবে তিনি পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন। তাহার পর সহসা বলিলেন—

শোন এক কাজ কর, গোপীনাথের মেয়েটাকে চুরি করে পাহাড়পুর কি জামুটি কাছারিতে চালান করে দাও আর আমাদের মুকুন্দলালকে পাঠিয়ে দাও তার তত্ত্বাবধান করতে। তারপর একদিন গণেশলালের ছেলেটাকেও 'গুম' করে সেখানে নিয়ে চল, সেইখানেই পুরুত ডেকে ওদের বিয়ে দেব আমি। বুঝলে ?

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে

বলবন্ত

যাও দেরি করো না—

শ্যামানন্দ চলিয়া গেলেন। বলবন্ত দর্পণে ভ্রূকুটিকুটিলমুখে নিজ প্রতিবিম্বের পানে চাহিয়া রহিলেন, কিন্তু পরমুহূর্ত্তেই দর্পণ জুড়িয়া স্নিগ্ধহাস্যময়ী সোহাগার স্মেরানন উদ্ভাসিত হইয়া উঠিল।

## নয়

বনপর্ণী নদী। একটি সুসজ্জিত নৌকায় সোহাগা, দুলালী এবং নারীরক্ষা সমিতির কয়েকজন কিশোরী গহিরা বনকর অভিমুখে গান গাহিতে গাহিতে চলিয়াছে। সুজিত আস্তিন গুটাইয়া দাঁড় বাহিতেছে।

## দশ

শ্রীমোহনের চিত্রশালা। সম্পূর্ণ অসম্পূর্ণ নগ্ন ঈষৎনগ্ন নানাবিধ নারীচিত্রে চতুর্দ্দিক সমাচ্ছন্ন। শ্রীমোহন তন্ময়চিত্তে 'নৃত্যপরা মেনকা' নামক চিত্রাঙ্কনে ব্যাপৃত রহিয়াছেন। প্রথম দৃষ্টিপাতেই মনে হয় মেনকা বোধ হয় ম্যালেরিয়া-প্রপীড়িতা, কিন্তু তাহার অসম্বৃত বেশবাস, স্খলিত অঞ্চল ও উর্দ্ধোৎক্ষিপ্ত ঘাগরা দেখিয়া সে কথা ভুলিয়া যাইতে বিলম্ব হয় না। রাঘব আসিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীমোহন

( ঘাড় ফিরাইয়া ) কে তুমি, কি চাও ?

রাঘব

( প্রণিপাত করিয়া ) আশ্রয় চাই হুজুর।

শ্রীমোহন

তার মানে ?

রাঘব

বলবন্তবাবু হুজুর আমাকে তাঁর জমিদারি থেকে তাড়িয়ে দিয়েছেন।

শ্রীমোহন

তা আমি কি করব ? কি করেছিলে তুমি—

রাঘব

কিছুই না হুজুর, মিছিমিছি একটা মেয়ে মানুষের সঙ্গে আমার নাম জড়িয়ে—

শ্রীমোহন

বুঝেছি, এখানে কিছু হবে না, দুশ্চরিত্র লোকের এখানে স্থান নেই।

রাঘব সবিস্ময়ে ছবিগুলি দেখিতে লাগিল।

শ্রীমোহন

কি দেখছ ?

রাঘব

ছবি।

শ্রীমোহন

কেমন লাগছে ?

রাঘব

খুব চমৎকার হুজুর, এমন ছবি আমি দেখিনি কখনও।

শ্রীমোহন বিগলিত হইলেন।

শ্রীমোহন

বাইসিকিল্ চড়তে পার ?

রাঘব

খুব পারি।

শ্রীমোহন

আচ্ছা থাক তাহলে তুমি আমার কাছে।

পুনরায় ছবি আঁকায় মন দিলেন।

# এগারো

গহিরা বনকরের মধ্যে একটি ফাঁকা অংশ। ফাঁকা হইলেও তাহা যে বনেরই অংশ তাহা বেশ বোঝা যাইতেছে। কিছু দূরে একটি গাছের তলায় কয়েকটি ইঁটের উনানে রান্না হইতেছে, দুই তিনটি কিশোরী তাহার তদারকে ব্যস্ত। নিকটেই একটি উঁচু পাথরের উপর বসিয়া সোহাগা এবং আর একটি মেয়ে একটি দ্বৈত প্রণয়-সঙ্গীত গাহিতেছে। অদূরে কাঁটাবনের ভিতর একটি পুষ্পশোভিত কৃষ্ণচূড়ার গাছ রহিয়াছে। আর একটি বৃক্ষতলে বসিয়া সুজিত ও দুলালী তরকারি ছাড়াইতেছে। বলবন্ত এখনও আসিয়া পৌঁছান নাই।

সুজিত

কই বলবন্ত এখনও এল না কেন বুঝতে পারছি না, সেদিন বলে এলুম অত করে'।

দুলালী

( মুখ টিপিয়া হাসিয়া ) ঠিক আসবে।

সুজিত

আচ্ছা, সোহাগা কি জানে যে বলবন্ত আসবে?

দুলালী

না।

সুজিত

( এদিক ওদিক চাহিয়া ) কই বলবন্তের চিহ্নমাত্র নেই। ভুলে গেল না তো, ঘাটটায় গিয়ে একবার দেখে আসব ?

দুলালী

( ধমক দিয়া ) তুমি যা করছ কর।

ত্রস্ত সুজিত আলু ছাড়াইতে লাগিল।

সুজিত

( আলু ছাড়াইতে ছাড়াইতে, অর্দ্ধ-স্বগত ) একেই বলে আকাশ-বৃত্তি। বলবন্ত আসবে, সোহাগার প্রেমে পড়বে, তাকে বিয়ে করবে, তার পরে—

দুলালী

বলবন্ত বাবু এলে আমি কিন্তু তাঁর সামনে বেরুব না, আমার ভারি লজ্জা করবে, উনি আমাদের কথা সব জানেন—

সুজিত

আরে, আগে আসুকই তো !

একটি কিশোরী ছুটিয়া আসিল।

কিশোরী

দুলালী দিদি, আমরা সবাই কেষ্টচূড়ার ফুল পাড়তে যাব, তুমিও এস।

দুলালী

( সুজিতকে ) তুমি তাহলে এগুলো ছাড়াও আমি যাই-

দুলালী চলিয়া গেল। সুজিত তরকারীর স্তূপের পানে চাহিয়া দীর্ঘনিশ্বাস ফেলিল।

# বারো

কৃষ্ণচূড়ার গাছের নিকটে সোহাগা সদলবলে সমবেত হইয়াছে। গাছের চতুর্দ্দিকে ঘন কাঁটাবন।

প্রথম কিশোরী

বাবা অত উঁচুতে চড়ব কি করে!

দ্বিতীয় কিশোরী

সত্যি বড্ড উঁচু!

সোহাগা

(সবিস্ময়ে) তোমরা কেউ গাছে উঠতে পার না?

তৃতীয় কিশোরী

ছোট গাছে পারি, এ যে বড্ড উঁচু!

সকলে হাসিয়া উঠিল।

সোহাগা

দুলালী তুই?

দুলালী

আমি পারব না বাবা।

আবার সকলে হাসিয়া উঠিল

সোহাগা

আচ্ছা, আমি চড়ছি—

সোহাগা দক্ষতার সহিত বৃক্ষে আরোহন করিল এবং অবলীলাক্রমে শাখায় শাখায় সঞ্চরণ করিয়া ফুল ছিঁড়িয়া ছিঁড়িয়া নীচে ফেলিতে লাগিল। দুলালী এবং অন্যান্য কিশোরীগণ মহানন্দে মাথায় ফুল গুঁজিল। সোহাগাও বৃক্ষশাখায় বসিয়া বসিয়া নিজেকে পুষ্পশোভিত করিতে করিতে দেখিতে পাইল, দূরে বিমর্ষ সুজিত বসিয়া আলু ছাড়াইতেছে। কিয়ৎকাল এইরূপে অতিবাহিত হইবার পর সোহাগার নামিবার ইচ্ছা হইল।

সোহাগা

সর—আমি লাফিয়ে নামব এবার।

মেয়েরা সরিয়া গেল। সোহাগা লাফাইয়া নামিতে গিয়া নিকটবর্ত্তী কণ্টকবনে নিপতিত হইল। বেশবাস কণ্টক-বিজড়িত হইয়া গেল। দুলালী ও মেয়ের দল নারী-সুলভ ভীতি সহকারে চীৎকার করিয়া উঠিল। প্রায় সঙ্গে সঙ্গে নিকটবর্ত্তী বন্যপথ দিয়া অশ্বপৃষ্ঠে বলবন্ত আসিয়া অকুস্থলে

প্রবেশ করিলেন এবং সোহাগাকে তদবস্থ দেখিয়া ক্ষিপ্রতার সহিত অশ্ব হইতে অবতরণ করিয়া আকুলিত চিত্তে কণ্টক বনে প্রবিষ্ট হইলেন এবং সোহাগার বসন কণ্টক-মুক্ত করিতে লাগিলেন। সুজিত তরকারি ছাড়াইতে ছাড়াইতে এই দৃশ্য দেখিয়া পুলকিত চিত্তে উঠিয়া দাঁড়াইল।

সোহাগা

( সবিস্ময়ে ) বলবন্তবাবু আপনি কোথা থেকে এলেন ! ( সলজ্জভাবে ) থাক থাক আপনি ছেড়ে দিন, আমি ঠিক করে নিচ্ছি—

বলবন্ত ছাড়িলেন না, সোহাগাকে কণ্টকমুক্ত করিয়া উদ্ধার করিয়া আনিলেন। বেশবাস সম্বৃত করিয়া সোহাগা বলবন্তের দিকে চাহিয়া ঈষৎহাস্য করিল, তাহার পর বলবন্তের নবক্রীত অশ্বটিকে মুগ্ধ-নয়নে নিরীক্ষণ করিতে লাগিল।

সোহাগা

চমৎকার ঘোড়াটি আপনার।

বলবন্ত

( গদগদভাবে ) ঘোড়া ভাল লাগে তোমার ?

সোহাগা

( সোচ্ছ্বাসে ) খুব।

বলবন্ত

ঘোড়ায় চড়তে পার ? তীর ছুঁড়তে পার সে প্রমাণ তো পেয়েছি একদিন।

সোহাগা

( সলজ্জ হাস্যভরে ) ঘোড়ায় চড়তেও পারি।

বলবন্ত

তোমার দাদার মতো ছবি টবি আঁকার সখ নেই বুঝি তোমার ?

সোহাগা

আমার দাদাও তো খুব ভাল ঘোড়সোয়ার।

বলবন্ত

( হাসিয়া ) তা জানি।

সোহাগা

আমার দাদার মতন আমি ছবি আঁকতে পারি না বটে, কিন্তু গান আমি খু-ব ভালবাসি।

বলবন্ত

( মুগ্ধকণ্ঠে ) তা তো হবেই।

সোহাগা

আসুন আপনাকে আমাদের সমিতির মেয়েদের গান শোনাই।

বলবন্ত

চল, তোমার গানও শুনব কিন্তু।

সোহাগা

( হাসিয়া ) এক সঙ্গেই গাইব সবাই। আপনার কাছে অবশ্য গাওয়া বৃথা, আপনি তো শুনেছি কোমল কোন কিছুই পছন্দ করেন না !

বলবন্ত

( সবিস্ময়ে ) কে বললে ?

বলবন্তের অভ্যাগমে অন্যান্য মেয়েরা সকলে সরিয়া গিয়া অদূরে অন্য একটি বৃক্ষতলে

দাঁড়াইয়াছিল। দুলালী লুকাইয়াছিল একটা ঝোপের আড়ালে। বলবন্ত ঘোড়াটাকে একটা গাছের ডালে বাঁধিয়া সোহাগার সহিত আগাইয়া গেলেন এবং নারী সমিতির মেয়েদের দলে গিয়া যোগদান করিলেন। সুজিত সোৎসাহে একটি শতরঞ্জি বিছাইতে লাগিল। সকলে উপবেশন করিলে সোহাগার নির্দেশমত সঙ্গীত আরম্ভ হইল। বলবন্ত মুগ্ধভাবে শুনিতে লাগিলেন; গান চলি-তেছে এমন সময় বনের ভিতর হইতে একটা তীর আসিয়া কিছুদূরে মাটিতে গাঁথিয়া গেল। বলবন্ত তড়িৎস্পৃষ্টবৎ উঠিয়া দাঁড়াইলেন। সঙ্গীত থামিয়া গেল।

বলবন্ত

( বজ্র নির্ঘোষে ) কো-উন্ হ্যায়রে—

বন ভেদ করিয়া ভীল জাতীয় দুইজন পক্ষী-শিকারী ধনুর্ব্বাণ হস্তে বাহির হইয়া আসিল এবং বলবন্তকে দেখিয়া ঝুঁকিয়া সেলাম করিল।

বলবন্ত

ও, কালুয়া, ভুলুয়া, মানুষ খুন করবি নাকি তোরা!

কালুয়া

( সেলাম করিয়া ) না দেবতা, হামরা জানতোম না যে, আপনারা হেথায় রইছেন।

বলবন্ত

দেখি তোদের তীর ধনুক।

কালুয়া ভুলুয়া তীরধনুক দিল।

বলবন্ত

( সোহাগাকে ) চাঁদমারি প্র্যাকটিস করবে নাকি এখানে ?

সুজিত

সোহাগাকে তুমি হারাতে পারবে না বলবন্ত, যতই চেষ্টা কর—ওর লক্ষ্য অব্যর্থ্য।

বলবন্ত

বেশ, দেখা যাক—

বলবন্ত সোহাগাকে একটা তীরধনুক আগাইয়া দিয়া নিজে একটা তুলিয়া লইলেন। দুইজনের তীরে দুই রকম পালক লাগানো।

সোহাগা

( হাসিয়া ) কি লক্ষ্য করবেন বলুন।

বলবন্ত

(এদিক ওদিক চাহিয়া) ওই দিকে একটা বেল গাছে অনেক বেল আছে সেইগুলোকে লক্ষ্য করা যাক চল।

সোহাগা

( হাসিয়া ) বেশ, চলুন।

সুজিত ইসারা করিয়া আর সকলকে যাইতে নিষেধ করিল। বনের অপর একটি অংশে গিয়া বেলগাছটিকে দেখা গেল। প্রথমে বলবন্ত এবং পরে সোহাগা বেল লক্ষ্য করিয়া শর-সন্ধান করিলেন। কেহই লক্ষ্য ভেদ করিতে পারিলেন না।

সোহাগা

( হাসিয়া ) কারোই লাগে নি।

বলবন্ত

চল তীরগুলো খুঁজে আনা যাক তাহলে—

তীর অনুসন্ধান করিতে করিতে উভয়ে গভীরতর অরণ্যে প্রবেশ করিলেন। গভীর অরণ্যের ভিতর একটি পাকা ঘর দেখা গেল।

ঘরটির একটিমাত্র ক্ষুদ্র দ্বার আছে, সেটিও রুদ্ধ, প্রকাণ্ড একটি তালা ঝুলিতেছে। অবশিষ্ট তিনটি দেওয়াল নিশ্ছিদ্র। দেওয়ালের গায়ে কাঠের ফলকে লেখা রহিয়াছে— "গারদ ঘর"।

সোহাগা

( সবিস্ময়ে ) গভীর জঙ্গলের মধ্যে এ ঘরটা কিসের ?

বলবন্ত

বদমায়েস্ প্রজাদের সায়েস্তা করবার জন্যে ওটা আমার গারদ ঘর।

সোহাগা

এখানে কেন ?

বলবন্ত

( হাসিয়া ) পুলিশের চোখে ধুলো দেবার জন্যে! বনপর্ণী নদী না পেরিয়ে এ জঙ্গলে আসা যায় না, খেয়াঘাট এখান থেকে দশ মাইল দূরে।

সোহাগা

আমরা যে নৌকাটায় পেরিয়ে এলাম সেটা তবে কি ?

বলবন্ত

ওটা আমার প্রাইভেট নৌকা—

সোহাগা

ও।

সোহাগা একটু অন্যমনস্ক হইয়া পড়িল, কিন্তু পর মুহূর্ত্তেই প্রকাণ্ড তালাটি পুনরায় তাহার মনোযোগ আকর্ষণ করিল।

সোহাগা

( সহাস্যে ) এত বড় তালার চাবিও নিশ্চয় খুব বড়, চাবিটা কার কাছে থাকে, আপনার কাছে ?

বলবন্ত

চাবিও এইখানেই থাকে, অত বড় চাবি কে বয়ে নিয়ে বেড়াবে !

দেখা গেল দরজার পাশেই দেওয়ালের গায়ে একটি ছোট বাক্স সুকৌশলে দেওয়ালের সহিত এমনভাবে গাঁথা রহিয়াছে যে, সহসা তাহার অস্তিত্ব বোঝা যায় না। বলবন্ত গুপ্ত স্প্রিং টিপিয়া তাহার ডালাটি খুলিয়া ফেলিলেন এবং তাহার ভিতর হইতে বৃহৎ চাবিটি বাহির করিয়া সোহাগাকে দেখাইয়া আবার রাখিয়া দিলেন।

সোহাগা

এখান থেকে চাবি যদি কেউ নিয়ে যায় ?

বলবন্ত

কার ঘাড়ে দশটা মাথা আছে ! তাছাড়া এই স্প্রিংএর খবর আমি আর আমার ম্যানেজার শ্যামানন্দ ছাড়া আর কেউ জানে না। তৃতীয় ব্যক্তি তুমি জানলে।

সোহাগা সলজ্জ স্মিতহাস্য সহকারে মস্তক অবনত করিল।

বলবন্ত

চল, তীরগুলো কোথায় গেল, খোঁজা যাক—

উভয়ে তীর খুঁজিতে লাগিলেন। একটু পরেই বলবন্ত-নিক্ষিপ্ত তীরটা পাওয়া গেল.। আরও কিছুক্ষণ যথেচ্ছ ভ্রমণ করিবার পর সহসা বলবন্তের নজরে পড়িল সোহাগা-নিক্ষিপ্ত তীরটা একটা বিরাট মহীরুহের কাণ্ডে বিদ্ধ হইয়া রহিয়াছে।

বলবন্ত

( সোহাগাকে দেখাইয়া ) তোমার তীর ছোটখাটো জিনিষ স্পর্শই করে না দেখছি !

সোহাগা সলজ্জভাবে পুনরায় মস্তক অবনত করিল। বলবন্ত তীরটি পাড়িয়া আনিলেন এবং উভয়ে আবার যথেচ্ছ ভ্রমণ করিতে লাগিলেন। ভ্রমণ করিতে করিতে অবশেষে তাঁহারা সেই স্থানে আসিয়া পড়িলেন যে-স্থানে বলবন্তের অশ্বটি বৃক্ষশাখায় বাঁধা ছিল। প্রভুকে দেখিয়া অশ্ব হ্রেষাধ্বনি করিল।

সোহাগা

( মুগ্ধভাবে ) চমৎকার আপনার ঘোড়াটি।

বলবন্ত

গড়িয়ার মেলা থেকে সেদিন ওটা কিনেছি, নাম রেখেছি 'তিলক'। চড়বে ?

সোহাগা সহাস্যে সম্মতি জ্ঞাপন করিল এবং আশ্চর্য্যজনক নিপুণতা সহকারে অশ্বপৃষ্ঠে আরূঢ় হইল। বলবন্ত বিস্মিত দৃষ্টিতে চাহিয়া রহিলেন। দূর বৃক্ষতলে সমবেত কিশোরীবৃন্দের কলহাস্যে তাহাদের চমক ভাঙিল। ঈষৎ অপ্রস্তুত মুখে বলবন্ত সোহাগার মুখপানে চাহিয়া মৃদুহাস্য করিলেন, সোহাগা ঘোড়া হইতে নামিয়া পড়িল।

## তেরো

বন-ভোজনের ভোজন-পর্ব্ব কিছুক্ষণ পূর্ব্বে নিষ্পন্ন হইয়াছে। বনপর্ণী নদীসৈকতে একটি পুষ্পিত গুল্মের অন্তরালে দুইটি প্রস্তর-খণ্ডের উপর বসিয়া বলবন্ত ও সুজিত আলাপ করিতেছেন।

বলবন্ত

সোহাগা মেয়েটি বেশ।

সুজিত

( সোৎসাহে ) নিশ্চয় নিশ্চয়, ও রকম মেয়ে এ অঞ্চলে নেই! কলেজে লেখাপড়া যথেষ্ট করেছে অথচ দেখ—

বলবন্ত

হ্যাঁ কলেজে লেখাপড়া করলে অধিকাংশ মেয়ে কেমন যেন রোগা পটকা ঠুনকো বিলিতি পুতুলের মতো হয়ে যায়, এ সে রকমটা হয় নি।

সুজিত

( অধিকতর উৎসাহে ) মোটেই না!

উভয়েই কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। সোহাগার সম্বন্ধে বলবন্ত যে ধারণাটি মনে বদ্ধমূল

করিয়াছিলেন তাহার মধ্যে যে বিন্দুমাত্র সংশয় নাই তাহাই ব্যক্ত করিবার মানসে পুনরায় তিনি কথা কহিলেন। সুজিত সুযোগ পাইল।

বলবন্ত

না, সত্যিই মেয়েটি বেশ।

সুজিত

( একটু ইতঃস্তত করিয়া ) ওকে বিয়ে কর না !

ইহা শুনিবামাত্র বলবন্তের মেরুদণ্ড ঋজুতর এবং অধর প্রকম্পিত হইতে লাগিল, বিস্ফারিত নয়নে সুজিতের মুখের পানে তিনি চাহিয়া রহিলেন। পুষ্পিত গুল্মটির অপর পার্শ্বে ইহাদের অলক্ষিতে সোহাগা আসিয়া প্রবেশ করিল। বলবন্তের বাক্য-স্ফূর্ত্তি হইল।

বলবন্ত

বিয়ে ! সে কি করে হবে !

সুজিত

তুমি একবার মুখের ফাঁকে শ্রীমোহনকে কথাটা বললেই হয়ে যায়।

বলবন্ত

( রুদ্ধকণ্ঠে ) সে অসম্ভব !

সুজিত

কেন ?

বলবন্ত

শ্রীমোহনের কাছে আমি কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারব না।

সুজিত

( শশব্যস্তে ) এতে অনুগ্রহ প্রার্থনার কি আছে ?

বলবন্ত

(শিরশ্চালনা করত) না, না সে হয় না, সে হয় না—

সুজিত

শ্রীমোহনের কাছে কখন কোন জিনিস প্রার্থনা কর নি তুমি ?

বলবন্ত

( সদর্পে ) আজ পর্য্যন্ত করি নি এবং কখনও করব না যদি না করতে বাধ্য হই।

সুজিত

'বাধ্য হই' মানে কি ?

বলবন্ত

মানে নিজের জন্য, ধর্ম্মের জন্য, অপরের ইজ্জত বাঁচাবার জন্য, দরকার হলে শুধু শ্রীমোহন কেন যে কোন লোকের অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারি।

বাম গুম্ফপ্রান্ত পাকাইতে লাগিলেন।

সুজিত

( মিনতি করিয়া ) না, না সোহাগাকে তুমি বিয়ে কর ভাই, ওসব বাজে কথা ছাড়।

বলবন্ত

বিয়ে করতে আমার আপত্তি নেই, সোহাগাকে আমার ভালও লেগেছে খুব, কিন্তু শ্রীমোহনকে আমি সে কথা বলতে পারব না। বাধ্য না হলে শ্রীমোহনের কাছে কোন অনুগ্রহ প্রার্থনা করতে পারব না। আত্ম-সম্মান আমার কাছে সব চেয়ে বড় জিনিষ।

সুজিত

( বিব্রতভাবে ) এ তো ভারী মুশকিল দেখছি তোমাকে নিয়ে।

পুষ্পিত গুল্মের অন্তরাল হইতে সাবধান-পদক্ষেপে সোহাগা অন্তর্হিত হইয়া গেল।

# চৌদ্দ

গোপীনাথের কুটিরাভ্যন্তর: রাত্রিকাল: গোপীনাথের নবম-বর্ষীয়া কন্যা সুনরি বিছানায় শুইয়া অঘোরে ঘুমাইতেছে। মুখোসপরা কতকগুলি লোক প্রবেশ করিল, একজন আচম্বিতে মেয়েটিকে পাঁজাকোলা করিয়া তুলিয়া ধরিল। মেয়েটি আর্ত্তস্বরে চীৎকার করিয়া উঠিল: পাশের ঘর হইতে সচকিত গোপীনাথ ছুটিয়া আসিল। আর্ত্তচীৎকার ও কলরবের মধ্যে মুখোসপরা লোকগুলি সুনরিকে লইয়া চলিয়া গেল।

কিছুক্ষণ পরে দেখা গেল প্রান্তরের মধ্য দিয়া একটি পালকি দ্রুতগতিতে ছুটিয়া চলিয়াছে। সামনে পিছনে মুখোসপরা লোক-গুলিও ছুটিতেছে। তাহাদের হাতে জ্বলন্ত মশাল।

# পনেরো

বাইসিকিলে চড়িয়া রাঘব বনবন করিয়া চতুর্দ্দিকে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে! প্রকাণ্ড প্রকাণ্ড মাঠ, বড় বড় গ্রাম, লম্বা লম্বা পথ অতিক্রম করিয়া অবশেষে সে একটি বটবৃক্ষ সমীপে উপস্থিত হইল। বটবৃক্ষতলে ধূনি জ্বালাইয়া একজন সঙ্গীতজ্ঞ সন্ন্যাসী উচ্চকণ্ঠে ঈশ্বরবিষয়ক একটি সঙ্গীত আলাপ করিতেছেন। রাঘব বাইসিকিলটি বৃক্ষকাণ্ডে ঠেসাইয়া রাখিয়া করজোড়ে দাঁড়াইয়া রহিল। সঙ্গীত শেষ হইলে, রাঘব সবিনয়ে সন্ন্যাসীকে প্রশ্ন করিল, "কোন পালকি এ দিক দিয়ে যেতে দেখেছেন?" সন্ন্যাসী কহিল, নিশ্চয়, পাহাড়পুরের দিকে গেছে সে পালকি—ভক্তিভরে প্রণাম করিয়া রাঘব বিদায় লইল।

# ষোল

শ্রীমোহন তন্ময়চিত্তে চিত্রচর্চ্চা করিতেছেন। পরিধানে ঢিলা কিমোনো, মুখে লম্বা পাইপ, হস্তে তুলি। চিত্রটির নাম 'দুর্ভিক্ষ-পীড়িত উড়িষ্যা', চিত্রে দেখা যাইতেছে অজন্তা-চিত্র-ধর্ম্মী বহু নারী একস্থানে জটলা করিতেছে।

গণেশলাল আসিয়া প্রবেশ করিল।

শ্রীমোহন

ও, গণেশ এসেছ, তোমাকে একটা কথা বলবার জন্যে ডেকে আনিয়েছি। রাঘব খবর এনেছে যে, গোপীনাথের মেয়েটিকে বলবন্তই হরণ করে পাহাড়পুর কাছারিতে রেখেছে, তোমার ছেলেটিকেও সে নাকি চুরি করে নিয়ে যাবার মতলবে আছে।

গণেশলাল ভীত হইল।

গণেশলাল

তাহলে, উপায়!

শ্রীমোহন

একটি উপায় আমি ঠাউরেছি। এক কাজ কর, তোমার ছেলেটিকে আমার দুর্গানগর কাছারিতে পাঠিয়ে দাও। সে পাহাড়ে জায়গা, কেউ টের পাবে না।

গণেশলাল

কার সঙ্গে যাবে হুজুর অত দূরে ছেলেমানুষ।

শ্রীমোহন চিত্রে মন দিয়াছিলেন এই কথায় ঘাড় ফিরাইলেন, মুখে শান্ত স্মিত হাসি।

শ্রীমোহন

সে ব্যবস্থা কি না করেই ডেকেছি তোমায়! আমার একজন কর্ম্মচারী, একজন রাঁধুনি এবং কয়েকজন সিপাহী যাবে তোমার ছেলের সঙ্গে, পালকির ব্যবস্থাও করেছি। তোমার আপত্তি নেই তো?

গণেশলাল

(হৃষ্ট) কিছুমাত্র না।

শ্রীমোহন

যাও তাহলে।

গণেশ চলিয়া গেল।

সেই দিনই গণেশলালের বাসার সম্মুখে একটি পালকি থামিল, গণেশলালের পঞ্চদশ-বর্ষীয় কান্তিমান পুত্র তাহাতে চড়িয়া বসিল এবং শ্রীমোহনের লোকজন সমভিব্যাহারে দুর্গানগর অভিমুখে রওনা হইয়া গেল।

# সতেরো

পাহাড়পুর কাছারির একটি কক্ষ। রোরুদ্যমানা স্নরিকে মুকুন্দ-লাল ভুলাইবার চেষ্টা করিতেছে।

মুকুন্দ

খাবার খাবি, এই নে, এই দেখ, কি মিষ্টি সন্দেশ এনেছি, কেমন রসগোল্লা—

মিষ্টান্ন প্রদর্শন করিল।

স্নরি

( অনুনাসিক স্বরে ) না—

মুকুন্দ

আচ্ছা থাক থাক। পুতুল, নিবি, এই দেখ কেমন সুন্দর পুতুল, পেট টিপলে কেমন আওয়াজ হয়—

রবার নির্মিত পুত্তলির উদর প্রদেশে চাপ দিতেই প্যাক প্যাক শব্দ নির্গত হইল।

মুকুন্দ

নিবি ?

সুনরি

( সরোদনে ) না, আমি বাড়ি যাব—

মুকুন্দ

হ্যাঁ, বাড়ি তো যাবেই। ততক্ষণ এই পুতুলটা নিয়ে খেলা কর না। নিবে? নাও—

সুনরি

( পুতুল দূরে নিক্ষেপ করিয়া ) না নেব না—অ্যাঁ অ্যাঁ অ্যাঁ—

ক্রন্দনে বিচলিত হইয়া মুকুন্দলাল এদিক ওদিক চাহিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ

( অর্দ্ধ স্বগত ) বেরাল ছানাটা কোথায় গেল আবার। এই রামধারী—

বিরাটকায় রামধারীর প্রবেশ।

রামধারী

কেয়া হুজুর

মুকুন্দ

বিল্লিকা বাচ্ছাঠো কাহা—

রামধারী

নেহি মালুম।

মুকুন্দ

নেহি মালুম বললে চলবে কি করে'। ওইটে নিয়ে খানিকক্ষণ ভুলে ছিল যে। খোঁজ, খোঁজকে লে আও, বাহারমে দেখো—

রামধারী

বহুত খুব

রামধারী চলিয়া গেল। সুনরি অবিচ্ছিন্ন-ভাবে কাঁদিতে লাগিল এবং মুকুন্দলাল বিড়াল শাবকসহ রামধারীর আগমন প্রত্যাশায় বারম্বার দ্বারের দিকে সতৃষ্ণ-নয়নে দৃষ্টি নিক্ষেপ করিতে লাগিলেন। রামধারী কিন্তু আসিল না, সুনরির ক্রন্দনও ক্রমশঃ উচ্চতর হইতে লাগিল, নিরুপায় মুকুন্দলাল অবশেষে মেঝের উপর হামাগুড়ি দিয়া মার্জ্জার শাবকের অভিনয় করিতে লাগিলেন।

মুকুন্দ

এই দেখ, মেঁও মেঁও মেঁও মেঁও, এই দেখ মেঁও মেঁও মেঁও মেঁও—

সুন্দরি

( চক্ষু বুজিয়া ) ওগো মাগো, বাবা গো, অ্যাঁ অ্যাঁ, অ্যাঁ অ্যাঁ—

# আঠারো

বলবন্তের বৈঠকখানা সংলগ্ন একটি কক্ষ। বলবন্ত ক্রোধান্বিত দৃষ্টিতে শ্যামানন্দের দিকে চাহিয়া আছেন। শ্যামানন্দ বিমর্ষ।

বলবন্ত

কোন কর্ম্মের নও তুমি, তোমার চোখের সামনে দিয়ে গণেশলাল নিজের ছেলেটাকে পার করে দিলে অথচ—

পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামানন্দ

আমি কিছুই টের পাইনি হুজুর !

বলবন্ত

( সহসা থামিয়া ) তা পাবে কেন ! এখন শোন—

আবার পরিক্রমণ করিতে লাগিলেন।

শ্যামনন্দ

বলুন,

বলবন্ত

আজই যেমন করে হোক ওই গণেশলালকে ধরে নিয়ে এসে গহিরা জঙ্গলের গারদ ঘরে আটক কর। যতক্ষণ

না সে বলে যে তার ছেলে কোথায় ততক্ষণ তাকে আটক রাখ, শুধু তাই নয়, একদানা খাবার অথবা এক ফোঁটা জল পর্য্যন্ত যেন তাকে দেওয়া না হয়।

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে।

বলবন্ত

যাও-

শ্যামানন্দ ত্বরিতপদে চলিয়া গেলেন

বলবন্ত

( অর্দ্ধ স্বগত ) আমার সঙ্গে চালাকি !

এই কথাগুলি উচ্চারণ করিবার সঙ্গে সঙ্গে তাঁহার মনে সোহাগার নানা চিত্র ফুটিয়া উঠিতে লাগিল—কণ্টকাকীর্ণ। সোহাগা—অশ্বারূঢ়া সোহাগা—হাস্যলাস্যময়ী সোহাগা! বাতায়ন নিম্নে রাঘব আত্মগোপন করিয়া বসিয়াছিল। সে এই গুহ্য সংবাদটি শুনিয়া বাইক চড়িয়া অন্তর্দ্ধান করিল।

# উনিশ

দুলালীর কক্ষ : দুলালী সেতার বাজাইতেছে, প্রৌঢ় শিক্ষয়িত্রীটি নিকটে বসিয়া শুনিতেছেন। পিছনের দ্বার দিয়া সুজিত সন্তর্পণে প্রবেশ করিলেন। দুলালী দেখিতে পাইল না, শিক্ষয়িত্রী দেখিতে পাইয়া কথা বলিতে যাইতেছিলেন, কিন্তু সুজিত ওষ্ঠে অঙ্গুলি স্থাপন করত ইঙ্গিত দ্বারা সঙ্গীত চর্চ্চার বিঘ্ন উৎপাদন করিতে নিষেধ করিলেন এবং সন্তর্পণে গিয়া একটি কেদারায় উপবিষ্ট হইলেন।

কিছুক্ষণ পরে সেতার বাজানো শেষ হইল।

শিক্ষয়িত্রী

দুলালীকে এবার সেতার শেখাচ্ছি।

সুজিত

( সোৎসাহে ) বেশ তো, বেশ তো।

দুলালী

( ঠোঁট ফুলাইয়া ) আঙুলে বড্ড লাগে।

সুজিত

আঙুলে লাগে না কি ?

দুলালী

কেটে গেছে।

সুজিত

তাই না কি, কই দেখি।

দুলালী উঠিয়া আসিয়া অঙ্গুলি প্রদর্শন করিল।

শিক্ষয়িত্রী

ও প্রথম প্রথম লাগবে, তারপর ঠিক হয়ে যাবে।

সুজিত

( আকুলভাবে ) কিন্তু এ যে বড্ড লাল হয়ে উঠেছে !

জনৈক ভৃত্যের প্রবেশ।

ভৃত্য

খোপা এসেছে।

শিক্ষয়িত্রী

চল, যাচ্ছি

শিক্ষয়িত্রী ও ভৃত্য চলিয়া গেলে সুজিত দুলালীর আহত অঙ্গুলিতে ফুৎকার দিবার ছলনায় চুম্বন করিলেন, দুলালী ক্ষিপ্রতার সহিত হস্ত সরাইয়া লইয়া একটু দূরে গিয়া

একটি কেদারায় উপবেশন করিল। সুজিত অভিমানক্ষুণ্ণ দৃষ্টিতে তাহার দিকে কিছুক্ষণ চাহিয়া রহিল, সহসা তাহার হৃদয় বিদীর্ণ করিয়া একটি দীর্ঘনিশ্বাস নির্গত হইল।

দুলালী

( মুচকি হাসিয়া ) কি ?

সুজিত

কোনই আশা দেখছি না।

দুলালী

( অজ্ঞতার ভান করিয়া ) কিসের আশা ?

সুজিত

সোহাগার বিয়ের। আজ আবার আমি শ্রীমোহনের কাছে গিয়েছিলাম, সেদিনের সে ফোটো সোহাগার পছন্দ হয় নি। এদিকে শ্রীমোহনও বলবন্তকে বলতে রাজি নয়, বলবন্তও শ্রীমোহনকে বলতে রাজি নয়, দুজনেই কাঠ গোঁয়ার—

দুলালী

( লীলাভরে মাথা দোলাইয়া ) তবু ঠিক বিয়ে হবে, দেখো—

সুজিত

আর হয়েছে! (স-ক্ষোভে) আহা, এই সোজা কথাটা তুমি বুঝতে পারছ না কেন—যে মেয়ে ও রকম সুদক্ষ ঘোড়সোয়ার সে কি কখনও বিয়ে করতে চায়! (মিনতিভরে) না, না দুলালী, তুমি ওসব ছেলে-মানুষি ছাড় (সহসা টেবিলের নিকট গিয়া পঞ্জিকা উল্টাইতে উল্টাইতে) এই তেইশে একটা ভাল দিন রয়েছে—

দুলালী

(মাথা নাড়িয়া) না, না।

সুজিত

আচ্ছা, তাহলে সাতাশে, ঊনত্রিশেও একটা দিন আছে—লক্ষীটি—

দুলালী

(সুর করিয়া)

ভয় কি ভয় কি ভয় কি
দিনরাত আছি এত কাছাকাছি
তাই যথেষ্ট নয় কি!

সুজিত আর আত্মসম্বরণ করিতে পারিলেন না, পঞ্জিকা ফেলিয়া দুলালীকে ধরিবার জন্য

তাড়া করিলেন। দুলালীও আত্মরক্ষা করিতে লাগিল, ফলে লুকোচুরি খেলার মত একটা হুড়াহুড়ির সৃষ্টি হইল। চেয়ার উল্টাইল, ফুলদানী চূর্ণ-বিচূর্ণ হইল। অবশেষে দুলালী ধরা পড়িল এবং সর্ব্বাঙ্গ আঁকাইয়া বাঁকাইয়া কলকণ্ঠে ক্রন্দন মিশ্রিত হাস্য করিতে লাগিল।

সুজিত

বিয়ে করবে কি না বল।

দুলালী

সোহাগার বিয়ে না হলে আমি কিছুতেই বিয়ে করব না। ছাড় বলছি—

সুজিত তাহাকে ছাড়িয়া দিয়া দুই হস্তের উপর শির ন্যস্ত করতঃ নিকটস্থ চেয়ারে হতাশাব্যঞ্জক ভঙ্গীতে উপবেশন করিলেন

## কুড়ি

সোহাগার কক্ষঃ সোহাগা আবেগ-ভরে একটি বিরহ-সঙ্গীত গাহিতেছেঃ ঝাড়ু দিতে দিতে ধাই রুকমিনিয়া বসনাঞ্চল দিয়া মধ্যে মধ্যে উদ্গত অশ্রু রোধ করিবার চেষ্টা করিতেছে। এমন সময় হাহাকার করিতে করিতে আলুথালু-বসনা গণেশলালের পত্নী যশোদা আসিয়া প্রবেশ করিল এবং সোহাগার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সোহাগা

( শশব্যস্ত ) কি কি, ব্যাপার কি—

যশোদা

আমার স্বামীকে বলবন্তবাবু জোর করে ধরে নিয়ে গারদ ঘরে আটকে রেখেছেন।

সোহাগা

( ঘৃণাভরে ) ককৃখনো হতে পারে না, কে বললে যে, বলবন্তবাবু তোমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছেন, দেখেছ তুমি ?

যশোদা

না।

সোহাগা

তবে, কি করে জানলে যে, বলবন্তবাবু তোমার স্বামীকে ধরে নিয়ে গেছেন? এমন হীন কাজ তিনি কখনও করতে পারেন না।

যশোদা

( কাঁদিতে কাঁদিতে ) সবাই বলছে।

সোহাগা

ওসব বাজে গুজবে বিশ্বাস কোরো না।

যশোদা

আপনি নারী-রক্ষা সমিতির মালিক, আপনি আমাকে রক্ষা করুন, আপনি যেমন করে হোক যেখান থেকে হোক, আমার স্বামীকে উদ্ধার করবার ব্যবস্থা করে দিন—

আকুলভাবে আবার পদপ্রান্তে লুটাইয়া পড়িল।

সোহাগা

ওঠ, ওঠ, আচ্ছা ব্যবস্থা আমি করছি, কোন ভয় নেই

তোমার। এখুনি আমি থানায় খবর দিয়ে দিচ্ছি, তাঁরা ঠিক ব্যবস্থা করবেন, যদি টাকা পয়সা কিছু খরচ হয় আমরা দেব।

রুকমিনিয়া

ওঠ বাইরে চল—

রুকমিনিয়া শোকাকুলা যশোদাকে ধরিয়া ধরিয়া বাহিরে লইয়া গেল। সোহাগা নিস্তব্ধ হইয়া বসিয়া রহিল, তাহার মানস-পটে বলবন্তের দৃপ্ত মুখচ্ছবি অপরূপ ছটায় প্রস্ফুটিত হইয়া উঠিল।

## একুশ

দুর্গানগরের কাছারি-বাড়ি-সংলগ্ন একটি কক্ষে গণেশলালের পুত্র যোগেন নিদ্রিত, নিকটেই ভৃত্যজাতীয় একজন প্রহরী উপবিষ্ট। যোগেন স্বপ্ন দেখিতেছে—একটি পালকি চলিয়াছে, পালকির অভ্যন্তরে বর-বধূ বসিয়া আছে। বর সে স্বয়ং নিজে, বধূ গোপীনাথ-কন্যা সুনরি। পিছনে বাজনাদাররা বাজনা বাজাইতেছে। সহসা তাহার নিদ্রাভঙ্গ হইল, সে উঠিয়া বসিল এবং উদাস দৃষ্টিতে বাতায়ন পথে চাহিয়া বসিয়া রহিল।

ভৃত্য

ঘুম ভাঙ্গল নাকি, ভাবছ কি ?

যোগেন

কি আর ভাবব, ভাবছি আমার বাবার দুর্ব্বুদ্ধির কথা। দিব্যি বিয়েটি হয়ে যেত, বলবন্তবাবুর সঙ্গে ঝগড়া করে' মাঝ থেকে এ কি এক ঝগড়া দেখ দিকি ! ছি ছি ছি, বুড়ো হলে মানুষের—

ভৃত্য হাসিল।

## বাইশ

পাছাড়পুর কাছারিঃ মুকুন্দলাল ও সুনরি। সুনরি পোষ মানিয়াছে, তাহাকে কাপড়চোপড় পরাইয়া মুকুন্দলাল বেশ সাজাইয়াছে।

মুকুন্দলাল

তারপর কেমন মজা হবে, পালকি করে' সুনরি বিয়ে করতে যাবে, হাতি আসবে, ঘোড়া আসবে, বাজনা বাজবে ড্যা ড্যাং ড্যাং, ড্যা ড্যাং ড্যাং, ড্যা ড্যাং ড্যাং।

সুনরি হাসিতেছে।

# তেইশ

বলবন্তের মন্ত্রণাকক্ষের অলিন্দ। বলবন্ত ও শ্যামানন্দ।

বলবন্ত

পুলিশে খবর পেয়েছে ? ঠিক জান ?

শ্যামানন্দ

হ্যাঁ হুজুর।

বলবন্ত

কি করে জানলে তুমি ?

শ্যামানন্দ

থানার হাবিলদারের সঙ্গে আমার আলাপ আছে, সেই গোপনে বললে যে, দারোগা সায়েব গারদ-ঘরে সার্চ্চ করতে যাবেন।

বলবন্ত

কি করে খবর পেলে তারা ?

শ্যামানন্দ

হাবিলদার সায়েব তা ঠিক করে বলতে পারলেন না।

বলবন্ত

নিশ্চয় এ শ্রীমোহনের কাজ

শ্যামানন্দ

তাহলে এখন—

বলবন্ত

( দৃপ্তকণ্ঠে ) কুছপরোয়া নেই, আমি নিজে রাইফেল নিয়ে গারদ-ঘর পাহারা দেব। আমার দেহে যতক্ষণ একবিন্দু শোণিত থাকবে, ততক্ষণ পর্য্যন্ত কেউ গারদ ঘরে হাত দিতে পারবে না! তুমি এদিকে বন্দোবস্ত কর পুলিশ যাতে নদী পেরোতে না পারে। নৌকো টৌকো সব হটিয়ে দাও—। যাও—

শ্যামানন্দ

যে আজ্ঞে।

শ্যামানন্দ ত্রস্তভাবে এবং বলবন্ত দৃপ্তভঙ্গীতে বাহির হইয়া গেলেন। সম্মুখস্থ পথ দিয়া জনৈকা রূপসী বৈরাগিনী খঞ্জনী বাজাইয়া সংসারেব অনিত্যতা বিষয়ক একটি ভজন গাহিয়া গেল।

## চব্বিশ

শ্রীমোহনের বৈঠকখানায় শ্রীমোহন ও তাঁহার ম্যানেজার নাটুবাবু কথাবার্ত্তা বলিতেছেন। পাশের ঘরে জানালার পাশে দাঁড়াইয়া সোহাগা সব শুনিতেছে।

শ্রীমোহন

বলবন্ত গণেশলালকে গারদঘরে আটকে রেখেছে এ কথা ঠিক?

নাটুবাবু

রাঘবের তাই খবর।

শ্রীমোহন

পুলিশে খবর পেয়েছে এ কথাও ঠিক?

নাটুবাবু

ঠিক।

শ্রীমোহন

পুলিশে খবর দিল কে?

নাটুবাবু

তা তো জানি না।

শ্রীমোহন

এ তো ফ্যাসাদ হল! আমি আর্টিষ্ট মানুষ, পুলিশ টুলিশের হাঙ্গামা আমার সহ্য হয় না। অথচ বলবন্ত ভাববে—যাক, বাজে কথা আর ভাবতে পারি না। আমার ষ্টুডিওটা খুলে দিতে বল। আচ্ছা, পুলিশে যদি গণেশকে গারদঘরে পায় মনে কর, বলবন্তের কি শাস্তি হতে পারে—

নাটুবাবু

জেল পর্য্যন্ত হতে পারে।

ঈষৎ বিরক্ত ঈষৎ চিন্তিত মুখে ধীর পদ-সঞ্চারে শ্রীমোহন নাটুবাবুর সহিত ষ্টুডিও অভিমুখে চলিয়া গেলেন। পাশের ঘরে সোহাগার মুখ বিবর্ণ হইয়া গেল।

# পঁচিশ

শ্রীমোহনের চিত্রশালা : শ্রীমোহন ছবি আঁকিতেছেন : সবেগে রুকমিনিয়া আসিয়া প্রবেশ করিল।

রুকমিনিয়া

( হাঁপাইতে হাঁপাইতে ) সোহাগা ঊর্দ্ধশ্বাসে বেরিয়ে চলে গেল।

শ্রীমোহন

( সবিস্ময়ে ) সে কি, কোথা গেল।

রুকমিনিয়া

বলে গেল গারদঘরে যাচ্ছি—

শ্রীমোহন

সে কি! আমার ঘোড়া ঠিক করতে বল।

উঠিয়া পড়িলেন।

# ছাব্বিশ

বনপর্ণী নদীর ঘাট ঃ ছুটিতে ছুটিতে সোহাগা আসিয়া উপস্থিত হইল ঃ ঘাটে নৌকা নাই দেখিয়া জলে ঝাঁপাইয়া পড়িয়া সন্তরণ করিতে লাগিল। নদী পার হইয়া গভীর অরণ্যে প্রবেশ করিল। এবং পুনরায় ছুটিতে লাগিল। পদতল ক্ষতবিক্ষত, বসনাঞ্চল ছিন্ন ভিন্ন হইল, মাঝে মাঝে হিংস্র জন্তু দেখা যাইতে লাগিল, সোহাগার ভ্রূক্ষেপ নাই। এইভাবে কিছুক্ষণ ছুটিয়া অবশেষে সে গারদ-ঘরের সম্মুখীন হইল। দেখিল, কেহ কোথাও নাই, প্রকাণ্ড তালাটা ঝুলিতেছে। অরণ্যের নীরবতা ভঙ্গ করিয়া সহসা ঘরের ভিতর হইতে গণেশের আর্ত্তনাদ শোনা গেল। ক্ষিপ্রতা সহকারে স্প্রিং টিপিয়া সোহাগা চাবি বাহির করিল এবং তাহা উন্মোচন করিয়া দিল। গণেশ বাহিরে আসিল।

সোহাগা

শিগ্‌গির পালাও।

গণেশলাল

( হতভম্ব ) কোথায়—

সোহাগা

যেখানে হোক, পালাও শিগগির—

গণেশ অন্তর্হিত হইল।

গণেশ অন্তর্ধান করিলে সোহাগা নিজের সিক্ত বেশবাস সম্বন্ধে সচেতন হইয়া কি করিবে ভাবিতেছে এমন সময় পদশব্দ শোনা গেল। পদশব্দ শুনিবামাত্র সচকিত সোহাগা গারদ-ঘরে ঢুকিয়া পড়িল। রাই-ফেল হস্তে বলবন্ত আসিয়া প্রবেশ করিলেন এবং রাইফেলটি একটি গাছের গুঁড়িতে ঠেসাইয়া রাখিয়া এদিক ওদিক চাহিয়া দেখিলেন। কেহ কোথাও নাই। সহসা তাঁহার নজরে পড়িল গারদ-ঘরের তালা খোলা। বিস্মিত হইয়া ত্বরিতপদে আগাইয়া গেলেন। দ্বারের সম্মুখে আসিতেই সোহাগা ভিতর হইতে দ্বার ভেজাইয়া দিল।

বলবন্ত

গণেশ—

ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিল না।

বলবন্ত

গণেশ—

ভিতর হইতে কোন শব্দ আসিল না।

বলবন্ত

এই গণেশ, তালা খুললে কে—

কোন সাড়া নাই।

বলবন্ত

( উচ্চতর কণ্ঠে ) গণেশ—

কপাটে ধাক্কা দিলেন, কপাট খুলিয়া গেল। বলবন্ত ভিতরে প্রবেশ করিলেন। হুটাপাটি-জনিত একটা শব্দ শ্রুত হইল, ক্ষণপরেই বলবন্ত বিস্রস্তবাসা সোহাগাকে টানিতে টানিতে বাহির করিয়া আনিলেন।

বলবন্ত

( সবিস্ময়ে ) তুমি সোহাগা, তুমি এখানে !

সোহাগা

( বেশবাস সম্বৃত করিতে করিতে ক্ষোভ-ব্যাকুল কণ্ঠে ) আপনি এ কি করলেন, আমার ইজ্জত নষ্ট করলেন, ছি ছি দাদাও এসে পড়েছেন—

অকুস্থলে অশ্বপৃষ্ঠে শ্রীমোহনের প্রবেশ।

শ্রীমোহন

( সবিস্ময়ে ) এ সব কি, বলবন্ত, সোহাগা—

বলবন্ত শ্রীমোহনের দিকে এবং শ্রীমোহন বলবন্তের দিকে বিস্ময় বিস্ফারিত নেত্রে কিয়ৎকাল চাহিয়া রহিলেন। বলবন্তের প্রথমে বাক্যস্ফূর্ত্তি হইল।

বলবন্ত

ঘোড়া থেকে নাব, সব বলছি—

শ্রীমোহন অশ্ব হইতে অবতরণ করিলেন।

শ্রীমোহন

সোহাগা, কেন এল এখানে ?

বলবন্ত

তা আমিও ঠিক জানি না। কিন্তু ( সহসা আবেগ-কম্পিত স্বরে ) ভাই শ্রীমোহন, তোমার কাছে জীবনে কোনদিন কিছু প্রার্থনা করি নি, আজ একটা জিনিস চাইছি, দেবে ?

শ্রীমোহন

কি ?

বলবন্ত

সোহাগাকে। সোহাগাকে আমি ভালবেসেছি, কিন্তু তাহলেও হয়তো মুখ ফুটে তোমার কাছে চাইতে পারতুম

না, কিন্তু আজ না জেনে আমি ওর গায়ে হস্তক্ষেপ করে ওর ইজ্জৎ নষ্ট করেছি—

শ্রীমোহন

( সবিস্ময়ে ) তার মানে ?

বলবন্ত

কি করে যে কি হল তা আমিও ঠিক বুঝতে পারছি না, কিন্তু ওই অন্ধকার ঘরে ওর গায়ে হাত দিয়ে ওর ইজ্জৎ যে আমি নষ্ট করেছি, তাতে কোন সন্দেহ নেই, সে ইজ্জৎ আমি পুনরুদ্ধার করে দিতে পারি, যদি তুমি ওর সঙ্গে আমার বিয়ে দাও। ( আবেগরুদ্ধ আগ্রহে ) দেবে ভাই, দেবে ?

শ্রীমোহন কিছুক্ষণ নীরব রহিলেন। তাহার পর ধীরে ধীরে তাঁহার মুখে স্নিগ্ধ স্মিতহাস্য ফুটিয়া উঠিল।

শ্রীমোহন

আমার আপত্তি নেই, সোহাগার যদি কোন আপত্তি না থাকে। এ যাবৎ বিয়ের যত সম্বন্ধ এসেছে, সোহাগাই সব ভেঙে দিয়েছে।

সঙ্কুচিত সোহাগা এক পাশে দাঁড়াইয়াছিল। এই কথায় হাসিয়া মস্তক অবনত করিল।

বলবন্ত

( সহর্ষে ) তুমি রাজি তাহলে ?

শ্রীমোহন

আমারও একটা অনুরোধ আছে কিন্তু—

বলবন্ত

কি ?

শ্রীমোহন

গোপীনাথের মেয়েটিকে ছেড়ে দাও।

বলবন্ত

( হাসিয়া ) বেশ, গণেশের ছেলের সঙ্গে তার বিয়ে দিতে হবে কিন্তু।

শ্রীমোহন

বেশ ! ( সহসা ) গণেশ কোথায় গেল ?

বলবন্ত

চুলোয় যাক গণেশ !

সোহাগা

( সলজ্জকণ্ঠে ) আমি তাকে মুক্তি দিয়েছি।

বলবন্ত শ্রীমোহন ইহা শুনিয়া মুগ্ধ দৃষ্টিতে সোহাগাকে নিরীক্ষণ করিতে লাগিলেন।

ইহার পর যথোচিত জাঁকজমক সহকারে তিনটি দম্পতীর চিত্র পর পর প্রদর্শিত হইল।

১। সোহাগা বলবন্ত

২। দুলালী সুজিত

৩। সুন্দরি যোগেন

সানাই বাজিল

# উপসংহার

মাস দুই পরে পাণ্ডুলিপি ফেরত পাইলাম। পাণ্ডুলিপির সহিত প্রযোজক মহাশয় একটি পত্রও লিখিয়াছিলেন। প্রথমাংশ এইরূপ—

নমস্কারান্তে নিবেদন,

অতিশয় দুঃখের সহিত সিনেমার গল্পের পাণ্ডুলিপিটি ফেরত পাঠাইতেছি। ছায়া-জগতে যাহাকে রূপায়িত করিবার জন্য ম্যানেজিং ডিরেক্টার এই গল্পটি লিখাইয়াছিলেন সেই কুনকীই সরিয়াছে। সোহাগার ভূমিকায় অভিনয় করিতে পারে এমন অভিনেত্রীও বর্ত্তমানে আমাদের নাই। আজকাল যিনি ম্যানেজিং ডিরেক্টারের পেট অ্যাকট্রেস তিনি নৃত্যগীতপটিয়সী মাইফেল-মোহিনী। বহ্নিকুমারীকে সোহাগা করিয়াছেন, সোহাগাকে যদি বাইজিতে পরিণত করিতে পারেন তাহা হইলে হয়তো বইখানা আমরা 'প্রডিউস' করিতে পারি। করা কি একেবারেই অসম্ভব? ভাবিয়া দেখিবেন।.........

---